(নাটক)

শ্রীকিরণ চন্দ্র দে চৌধুরী

শ্রীচৈতন্য সাহিত্য মন্দির

৩৮ সুরি লেন, কলিকাতা—১৪

প্রকাশক—
শ্রীসন্দীপ দে চৌধুরী
শ্রীচৈতন্য সাহিত্য মন্দির
৩৮ সুরি লেন, কলিকাতা—১৪

দুই টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার
রূপলেখা প্রেস
১নং গঙ্গাধর বাবু লেন, কলিকাতা—১২
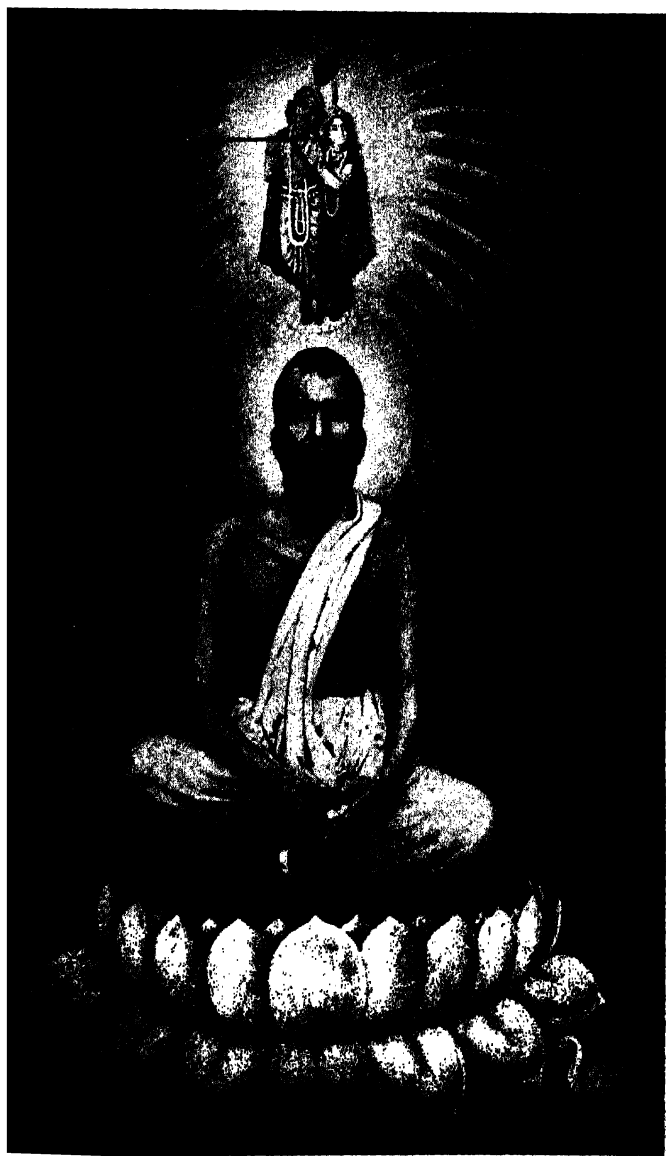
নিবেদন

হিরণ্যকশিপুর গল্পটি পুরাণের এক প্রসিদ্ধ কাহিনী। নাটকখানি সেই কাহিনী অবলম্বনে।

হিরণ্যকশিপু সাধক, এবং তাহার সাধনার রীতিটি একটু অসাধারণ, ভারী চমকপ্রদ। এই চমকটির দর্শন পাই ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এবং সেই সময়েই উৎসাহের আতিশয্যে ইহার রচনা আরম্ভ হয় সম্পূর্ণ নাটকীয় ভাবে। বাহির হইতে কোনরূপ তাগিদ না থাকায় খেয়াল খুসীমত লিখন চলে এবং শেষ হইতে প্রায় একবৎসর সময় লাগিয়া যায়; তারপর এই দীর্ঘ উনিশ বৎসর জীবনের বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ছিন্ন কাগজপত্রের স্তূপের অন্তরে সে যে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, ইহা সত্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার; ইহাতে যদি কেহ শ্রীভগবানের একটি বিশেষ ইচ্ছার নিদর্শন দেখিতে চাহেন, তবে তাহা 'পাকা' দর্শন, একথা বলিলে ফাঁকা কথা বলা হইবে না। ইতি—

গ্রন্থকার—

মহালয়া ১৩৫৬
কলিকাতা।

চরিত্র পরিচিতি

হিরণ্যকশিপু—	দানব সম্রাট
প্রহ্লাদ—	ঐ পুত্র
শুক্রাচার্য—	ঐ গুরু
শম্বর—	ঐ সেনাপতি
বিরূপাক্ষ—	ঐ সেনানী
সনাতন—	বৃদ্ধ হরিভক্ত সাধু
ভোলানাথ—	ঐ শিষ্য

সাধু, তপস্বী, ঘাতক, মাহুত, পরিচারক, ভক্তের দল।

কয়াধূ—	হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী
দিতি—	,, জননী
উপদানবী—	,, ভ্রাতৃজায়া
	(হিরণ্যাক্ষের বিধবা পত্নী)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

উৎসর্গ পত্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শ্রীচরণেষু ঃ—

* * * প্রণাম তোমায়।

রামকৃষ্ণ-লীলায় তোমার ভূমিকা অপূর্ব্ব
এবং অচিন্ত্য ;— * * * প্রণাম তোমায়।

বাংলার নাট্য সাহিত্যে তোমার দানের অংক
অকুণ্ঠ এবং অতুল্য ;— * * * প্রণাম তোমায়।

তোমার আদর্শ ও পদ্ধতিকে বুকে নিয়ে অভিনয় ক্ষেত্র
আজও গৌরবান্বিত ;— * * * প্রণাম তোমায়।

তোমার বিভিন্নমুখী শক্তির পরিমাপ সাধনসাপেক্ষ,
সে সাধনা নাই ;— * * * প্রণাম তোমায়।

নাটক রচনার যা কিছু সামান্য প্রেরণা,
সে তোমা হতে ;— * * * প্রণাম তোমায়।

তোমার আশীষ ধারায় অভিষিক্ত হোক
এই উৎসর্গ পত্র ;— * * * প্রণাম তোমায়।

প্রণত—কিরণ

কৃতজ্ঞতা !

পুস্তকখানি প্রকাশের ব্যাপারে অজস্রধারে এসেছে প্রসাদ, নানা পথ ধ'রে। মনে ক'রে ক'রে সবগুলিকে স্বীকরণের মধ্যে আনা সাধ্য নয়। যে ক'টি মনে আস্‌ছে, সেই ক'টি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ক্ষীণ প্রয়াস মাত্রই কর্ত্তে পারি।

প্রথমেই যাকে মনে পড়ে, সে হচ্ছে "শ্রীমন্দির"। এই মন্দির আমার মনের মণিকোঠায় কি দিব্য রত্ন দান করেছে, তা প্রকাশের বাধা আছে, কারণ ওর দানের পরিমাণটি এখনও নিজের জ্ঞানের মধ্যেই পূর্ণরূপে ধরা দেয় নি। বস্তু জগতে যেটি পেয়েছি, সেটি হচ্ছে যুগাবতারের ছবিখানি; শুধু ব্লক নয়, ছাপা সমেত সমগ্র ছবি সমষ্টি।

তারপরেই মনে পড়ে, প্রকাশক শ্রীমান সন্দীপের অসীম নিষ্ঠা ও ক্লান্তিহীন শ্রমের কথা। তারই অদম্য উত্তম নিয়ে গড়া পুস্তকখানি—এ কথার মধ্যে অতিশয়োক্তি নাই; বরং তার বুকের রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পুস্তকের প্রতিটি পৃষ্ঠা, একথা বলে সত্য ভাষণের গর্ব্ব কর্ত্তে পারা যায়।

আবরণীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যেন নীতি-বিগর্হিত এক মহা অপমানকর ব্যাপার : সে'ও সম্ভব হয়েছে শুধু বিজ্ঞাপনদাতাদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতার রসে।

বাঁধাইএর ব্যাপারে—শ্রীমান প্রদীপ (১৫) শ্রীমান তাপস (১৩) শ্রীমান মানস (১১) শ্রীমান স্বপন (৮) প্রভৃতি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগুলির নিপুণ হস্তের কারিগরি নিহিত রয়েছে, সেকথা উল্লেখ কর্ত্তে বেশ একটা উল্লাসের সঞ্চার হচ্ছে। এই উল্লাসের কারণ দুটি। এক…এই কর্মে তাদের মধ্যে একটা আনন্দ বা আহ্লাদের সাড়া, তারাই যেন প্রহ্লাদ হয়ে, প্রহ্লাদের নাটকীয় কাহিনীকে সৃষ্টির বুকে বেঁধে দিচ্ছে। দুই…অর্থব্যয়ের দিক থেকেও প্রায় পঞ্চাশ টাকার স্বল্পতা।

পরিশেষে মনে পড়ে, রূপলেখা প্রেসের কথা, তার মালিকদের কথা, তার কর্মীদের কথা ! কী অপরিসীম যত্ন এবং আগ্রহ এঁদের।

* * *

এই সব প্রসাদগুলিকেই একে একে প্রণাম জানিয়ে সত্যকার একটা আনন্দ অনুভব কচ্ছি।

কিরণ

ভূমিকা

আখ্যায়িকার আবরণে, কাহিনীর কুক্ষিতলে বা গল্পের গর্ভদেশে পুরাণকার ভারে ভারে কলসে কলসে, স্বরূপের বা আত্মজ্ঞানের কত যে রাশি রাশি রসকথা, সাধন জগতের শত শত গোপন রহস্য পূরিয়া রাখিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। হিরণ্যকশিপুর কাহিনীটি সেইরূপ একটি বিস্ময়ের বস্তু।

আধ্যাত্মিকতার রসে ভাবিত করিলে হিরণ্যকশিপুর রূপটিকে শংকরের যোগরূপের প্রতীক বলিয়াই মনে হয়। কঠোর তপস্যা চলিয়াছে সত্যের সাধনা লইয়া, ঘন ঘন সমাধি ঘটিতেছে, আত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু পূর্ণ সত্য বা সতীর সহিত এখনও মিলন হয় নাই ; দেবীর মৃতদেহ স্কন্ধে ঝুলিতেছে মাত্র ; ত্রিভুবন পরিভ্রমণে মত্ত ভোলানাথ , এখনও বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয় নাই সতীদেহ ; দেহের বাহান্ন অংগে এখনও পুণ্য পীঠস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নাই ; অর্থাৎ সর্ব্ব অংগ এখনও পূর্ণ সত্যের স্বাদ পায় নাই। সাধক সত্যকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতেছে বটে, কিন্তু সত্য পড়িয়া আছে মৃতবৎ, সাধকেরও বিভ্রান্ত ভাব ; আবাহন চলিয়াছে এসো "এসো বিষ্ণুদেব ! এসো বিশ্বরূপ ! এসো বিশ্বভূপ ! চুপে চুপে নিঃশব্দপদসঞ্চারে অলক্ষ্যে পশ্চাতে থাকিয়া সুপ্ত সত্যকে জাগরিত কর, প্রবুদ্ধ কর, হ্লাদিত কর, মোদিত কর ; মদনানল অর্থাৎ অহংকারের দাহ দূর হউক।

প্রাণশক্তিটি হিরণ্ময় কোষের দ্বারা আচ্ছাদিত ; হিরণ্য বা স্বর্ণবর্ণ জ্যোতিঃতে নয়ন ধাঁধিয়া যাইতেছে, চৈতন্য হারাইয়া যাইতেছে, ব্রহ্মের

সহিত একাত্ম হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছে সাধক, কিন্তু ব্যুত্থানের পর, বাস্তবে আসিয়া কোন মধু বা আনন্দ পাইতেছে না; অন্তরে আহ্লাদ বা হ্লাদিনী প্রবাহ বহিতেছে না, প্রহ্লাদের নাগাল পাইতেছে না।

এই রহস্যের কথাই বোধ হয় উপনিষদের ঋষি প্রকাশ করিয়াছেন, "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং," এই বাণী পরিবেশের দ্বারা।

'হিরণ্য' শব্দে আত্মা বুঝায়, 'কশিত' শব্দের অর্থ নিগৃহীত; অতএব যে আত্মাকে নিগৃহীত করে,—যে আত্মাকে পুড়াইয়া মারে, সেই বিষয়াভিমান বা অহং জ্ঞানটি হিরণ্যকশিপুর রূপ। এই অহংজ্ঞান স্বরূপটিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে অনাদিকাল ধরিয়া। সময় হইলেই স্বরূপের আবরণ সরিয়া যাইতেছে, তার ঘুমঘোর টুটিয়া যাইতেছে, জাগরণের আলোকে বা পুলকে সে আত্মাকে বরণ করিতেছে; উপনিষদ যেমন বলিয়াছেন "যমেবৈষ বৃণুতে"। এই স্বরূপের উদয়েই মানুষ নরশ্রেষ্ঠ হইয়া 'নৃসিংহ' উপাধি লাভ করে, অর্থাৎ সমস্ত হিংসাভাব চলিয়া গিয়া অন্তরে প্রেমের উদয় হয়।

কশিপু শব্দের অর্থ কোষ বা আচ্ছাদন বিশেষ। এই অর্থ গ্রহণে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্ময় কোষ, হিরণ্য গর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মার রূপ পরিগ্রহ করে। তাহার উৎপত্তি হইতেছে ক্ষীরোদ সাগরে ভাসমান মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে। গল্পচ্ছলে পুরাণ বলিতেছেন, অহংকার ও ক্রোধরূপী দুই দৈত্য মধু ও কৈটভ নাম ধারণ করিয়া বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত হইয়া উহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়; তখন বিষ্ণু উহাদের দুই ভ্রাতাকে নিধন করেন। আত্মার পরমাত্মা-অভিযান পথে এ কাহিনীটিই বা কি

রহস্যের সন্ধান দেয়, তাহার মর্মকথা উদঘাটনে ইচ্ছা হয়, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সে ইচ্ছাটিকে আপাততঃ সংহত করিতে হইল।

অধ্যাত্মদ্রষ্টা সাধুমুখে শুনিয়াছি, আত্মাপরমাত্মার যোগের সময় দেহের প্রতিটি কোষ মনে হয় যেন আলোকোদ্ভাসিত, হিরণ্ময় এবং তেজোগর্ভ। সাধক এই সময় অনুভব করে যে তাহার প্রাণশক্তিটি নিহিত রহিয়াছে নাভিপদ্মের অন্তরে। তত্ত্ববিচারে এই নাভিপদ্মটি তেজস্তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। ইহার জাগরণ সময়ে সাধক সেই পরম তেজের সন্ধান পায়; সে দেখে এই নাভি পদ্মটি কোটি সূর্যের দীপ্তিতে দীপ্যমান, এক অখণ্ড আলোক মালায় পরিশোভিত। ইহারই স্বর্ণকিরণ অংগে মাখিয়া সাধক অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হয় বা আপনাকে হারাইয়া সমাধির রাজ্যে ডুবিয়া যায়; সর্ব্ব অংগে যেন অসংখ্য মরকত মণি দীপ শলাকার আকৃতি লইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে; বিস্ময় বিমুগ্ধ সাধক ভাবে, 'এই কি তবে মণিপুর চক্র? মরি! মরি! কী এ আলো? কত আলো? কিসের সহিত ইহার তুলনা দিই? এযে দেখি সেই সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের, ঋষিপুরুষের, সাধুপুরুষের মহাবাক্যের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, "স্বর্ণপ্রতিমাং, গলিতবর্ণাং"।

সাধনজগতে প্রহ্লাদ ইহারই পরের রূপ। সাধক হিরণ্যকশিপুর মানসক্ষেত্রে জন্ম লইয়াছে এই প্রহ্লাদ। দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ যোগরূপে সাধনা করার পর, পিতা পুত্রের দর্শন পাইল; দর্শন ঘটিল একান্তে ভবন মধ্যে আদিশক্তিরূপা জননী কয়াধূ বা কমলার কল্যাণে। কিন্তু তাহাকে একেবারে নিঃশংসয়িত ভাবে ক্রোড়ে তুলিতে সাহস হয় না তার; সে আকর্ষণ অনুভব করে প্রবল ভাবেই করে, কিন্তু সবলে জড়িয়া ধরিতে পারে না; মিলন আর ঘটিয়া উঠে না। তথাপি

মিলনের আকাংখা লইয়া বা এই প্রহ্লাদের রূপটি পাইবার জন্য সাধক হিরণ্যকশিপুর কী আপ্রাণ চেষ্টা! কী অমানুষিক যত্ন! সে নির্যাতনের পর নির্যাতন চালাইতেছে আপন মানস আত্মজেরই উপর, যাহাতে সে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে; কিন্তু নাভিপদ্ম ভেদ না হইলে ত' সন্তান ভূমিষ্ট হইবে না, বক্ষস্থ অনাহত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে না, মাতার উদর হইতে সন্তান বাহিরে না আসা পর্য্যন্ত মাতৃস্তনে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ক্ষীরধারা বহিবে কেন? তাই নাভিভেদ করিতে সাধককে 'নরহরি' রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। নখাঘাতে উদর বিদীর্ণ করিয়া সেই নরহরি-শক্তি হিরণ্ময় কোষ হইতে সাধককে মুক্তি দান করিল, আলোকের রাজ্য হইতে আনন্দের রাজ্যে চলিল অভিযান; ফলে, সাধক হরিনাম করিতে করিতে প্রত্যেক নরের মাঝে সেই হরিকে দেখিতে পাইয়া আপনি হরি হইয়া প্রহ্লাদের কণ্ঠ ধরিয়া মহানন্দে হরিনাম গাহিতে লাগিল।

অহংকাররূপী, অভিমান-সর্ব্বস্ব হিরণ্যকশিপু দানব হইতে পারে, কিন্তু সেই দানবের ঔরসে অর্থাৎ সেই দানবই ওঁকার রসে আপ্লুত হইয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কেমন করিয়া প্রহ্লাদ হয় এবং সেই প্রহ্লাদই হরিনাম ধরিয়া কেমন করিয়া আব্রহ্মস্তম্ভ সকলকে হরি বলিয়া সম্মান দিতে দিতে স্তম্ভ ভেদ করিয়া বা দম্ভ ত্যাগ করিয়া 'নৃসিংহ' বা নরশ্রেষ্ঠ হইয়া দেবতাপূজ্য হইয়া উঠে, সেই রহস্যের সুর যদি নাটকের মধ্যে জমিয়া থাকে, তবেই দানব হিরণ্যকশিপু গৌরবান্বিত হইবে, তাহার 'দানব গৌরব' নাম সার্থক হইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে তবেই এ দানব এক নবরূপ দান করিবে; গৌরাঙ্গদেবের বরলাভ করিয়া তাহার রবে বা গর্ব্বে সত্যকার গৌরব আসিয়া পড়িবে। এ আশার বাণী যে কানে কানে বলে, সেই বীণাপানির চরণকমলে কুসুমাঞ্জলি দিবার মানসে 'সাধু' স্তোত্রমালা উদ্ধৃত করিতেই সাধ হয়,

"ক্ষীর সায়রং ক্ষরতি কি সুরং,
ঝরতি কিং চরণনুপূরং" ॥

দানব গৌরব

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্য সংকেত ঃ—স্থান—মন্দর পর্ব্বত।

দৃশ্যের প্রথম প্রকাশে দেখা গেল, পর্ব্বতের একটি সমতল প্রদেশ। আচ্ছাদনবিহীন একস্থানে অজিন আসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হিরণ্যকশিপু। মস্তকে দীর্ঘ জটাজাল, শ্মশ্রুপূরিত বদন।

কিছু নিম্নে গৈরিকবসন পরিহিত এক সাধু বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছেন। গাহিতে গাহিতে মাঝে মাঝে পাদচারণা করিতেছেন, আবার বসিতেছেন, কখনও বা হাসিতেছেন। সহসা কি যেন মনে করিয়া গীতমুখেই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এই পরিবেশের মধ্যে দৃশ্যের অবতারণা।

সাধুর গীত

চিন্তয় মম মুগ্ধ মানস চিন্ময় প্রাণারাম।
নিত্য সত্য শাশ্বত শিব মৃত্যুঞ্জয় নাম ॥
আলোকে আঁধারে অসীমে সসীমে ব্যোমপথে
উঠে তান।
শুদ্ধচিত্ত অপাপবিদ্ধ শুনে সেই মহাগান ॥
শত শশধর জিনিয়া কান্তি পরম শান্তিধাম।
হেরিতে তাঁহারে হৃদিমন্দিরে ভকত মনস্কাম ॥
অরূপ স্বরূপ সগুণ নিগুর্ণ মরি কি রসের ভার।
অপাগত ভয় বন্ধন ক্ষয় জয় জয় জয় তাঁর ॥

(গাহিতে গাহিতে সাধু বাহিরে যাইবার কিছুপরে হিরণ্যকশিপু চক্ষু মেলিলেন ও চারিদিকে চাহিয়া কিছু না দেখিতে পাইয়া ঈষৎ ব্যঙ্গোক্তিভাবে বলিলেন)

হিরণ্য :—'জয় জয় জয় তাঁর' !

মুর্খজীব, জানেনাকো কা'রে দেয় জয়,
কারে বলে জয় !
শুধু সংস্কার, অভ্যাসের চক্রতলে কঠিন পেষণ,
অন্ধকার বাড়ায় কেবল।

(শূন্যপ্রেক্ষণে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন)

কে এ উদাসী ?
নিত্য আসি
সঙ্গীতধারায় মোরে ধ্যানের জগৎ হতে
এমন টানিয়া আনে ?
যে'ই হোক্,
প্রাণময় কোষে করে বিচরণ ইহাতে সংশয় নাই।
সৃষ্টিমাঝে এমন কতই আছে অজ্ঞাত সাধক
কে করে নির্ণয় !

(ধীরে ধীরে আসন হইতে উঠিয়া হস্তপদ প্রসারিত ও সংকোচিত করিয়া দেহের জড়তা দূর করিতে করিতে বলিলেন)

বড় স্নিগ্ধ, বড় পূত,
বড় শান্তিময় এই মন্দর পর্ব্বত।
তপে নিমগন,
সমাধি বিলীন আছি কতদিন,
শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই,

নাহিক' বিকার কোন,
কিবা দেহে অথবা অন্তরে।

(সাধুমুখে পূর্ব্বোক্ত গীতের ধুয়া শোনা গেল। হিরণ্যকশিপু বোধ হয় কতকটা কৌতুহলভরেই তাহার আগমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গীত কণ্ঠে প্রবেশ করিলেন সাধু।

কশিপুর সহিত দৃষ্টির বিনিময়ে আপনা হইতেই গান থামিয়া গেল। কশিপুই প্রথমে বাক্যের অবতারণা করিলেন, কিছুটা অবতরণ করিয়া)

মুক্তিপথকামী,
কে আপনি পুরুষ প্রধান ?
নিত্য শুনি গান, বিমোহিত প্রাণ ;
বাধা যদি না থাকে ধীমান,
পরিচয়—

(সাধু ক্ষিপ্র বিনয়ের সহিত তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, প্রায় যুক্তহস্ত)

সাধু ঃ—উদাসীর পরিচয় কিবা !
ফিরি বনে বনে, গহন কাননে,
যত্র বিভুগানে, এই মোর ক্ষুদ্র পরিচয়।
ভালো লাগে নির্জ্জন এ স্থান,
আসি যাই, গাই তাঁরি গান।
শান্তির ভিখারী আমি।
'কিন্তু কে তুমি মহান ?
দীর্ঘদিন হেরিতেছি,
রত তপস্যায় নির্জ্জন এ গিরিশৃঙ্গ পরে'।

রাজচক্রবর্ত্তী চিহ্ন ললাটে তোমার,
ভুজ সুবিশাল, প্রশস্ত উরস,
ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটির প্রায়
কোন্ দেবে কর আরাধন?

হিরণ্য :—হিরণ্যকশিপু আমি দৈত্যকুলপতি ;
পূজি পদ্মযোনি দেব প্রজাপতি।

(এই কথা শুনিয়া উদাসীন পরম শ্রদ্ধাভরে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। কশিপুর প্রতি-নমস্কারে উভয়ের হৃদয়মধ্যে অলক্ষ্যে যেন একটি আন্তরিকতার সুর বাজিয়া উঠিল, উভয় মুখেই তাহার অনুভূতিজনিত এক দিব্যদ্যুতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল. ফলে এখন হইতে উভয়ের কথার সুরে একটি সহজ সাবলীল ভাব পরিলক্ষিত হইল)

সাধু :— বহুভাগ্য ছিল;
পাইলাম ভাগ্যধর তোমার দর্শন।
আজি সুপ্রভাত মোর।

হিরণ্য :—(অতি শিষ্টভাবে)
প্রভাতের ওই এক গুণ,
সুকুমার, সুরসিক
সে চিরসুন্দর!

সাধু :— জানিতে কি পারি মহাত্মন্,
গৌরবের উচ্চচূড়ে করি আরোহণ,
কী বাসনা লয়ে
কঠোর এ তপস্যায় যাপিতেছ কাল?

হিরণ্য ঃ—বিষ্ণুসন্দর্শন, জীবনের উদ্দেশ্য আমার।
নহে মুক্তিপথে, ভক্তিগানে নয়।
দেহধারী গোলকবিহারী,
এ যদি সম্ভব হয়,
হেরিব নয়নে;
শক্তির পরীক্ষা আমি দিব তাঁর সনে,
সাধনার মূলমন্ত্র মোর।

সাধু ঃ— বড়ই দুর্গম পথ, বড় অসরল!

হিরণ্য ঃ—জানি আমি দেব
কিন্তু পূর্ব্বকথা কিছু শুনাবো তোমারে
যদি ইচ্ছা কর।

সাধু ঃ— বল হে রাজন্।
নানাভাবে পূজে সর্ব্বজন,
নিত্য নিরঞ্জন, বিভু সনাতন।
অপূর্ব্ব এ বিধির সৃজন!
সৃষ্টির প্রভাত হতে
সৃষ্টজীব স্রষ্টারে ধরিতে চায়
কত না প্রকারে;
অণু চায় পূর্ণসনে মিলিতে সদাই;
লীলার না হয় অবসান।
যুগে যুগে, কল্পে কল্পে
একই কথা, একই গাঁথা, শুধু ভিন্নরূপে।
বল শক্তিধর,
কোন্‌ভাবে আকুল তোমার প্রাণ?
কী বিচিত্র লীলার বিকাশ

তোমা হ'তে হইবে প্রকাশ
জানিবারে জাগে অভিলাষ।

হিরণ্য :—হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতা মোর,
শম্ভুসম বলী, অজেয় সমরে,
ক্ষুদ্রজীব বরাহের করে ত্যজিল পরাণ,—
বলে কিনা, বিষ্ণুই কারণ তার!
সেই নাকি দেহ ধরি—
না—না—না—বিশ্বাস করিতে নারি।
আমি যে বিষ্ণুরে জানি, তিনি নারায়ণ,
নিষ্কাম, নিষ্ক্রিয়, সদা প্রেমময়!
তাঁর পরে হিংসার আরোপ?
এ বিশ্বাস করিব বিলোপ।
জীবনের সুখদুঃখ যত,
মানবের নিজের রচনা, বিকৃত কল্পনা তার;
তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখের বেদনা,
সুখের আবেশ ক্ষণিকের,
বিচলিত করিবে তাঁহারে?
এ বিশ্বাস ভীরুতা কেবল,
পুরুষার্থ হীন।

সাধু :— ধর্ম্মের রক্ষণ আর লীলার বিকাশ!
শাস্ত্র কয়,
এই দুটি কারণেরে করিয়া আশ্রয়,
নারায়ণ যুগে যুগে হন অবতার।

হিরণ্য :—সেই পুরাতন পরিচিত কথা,
শাস্ত্রের উদ্গার শুধু

অলীক কল্পনা।
যুক্তি নাই, সত্য নাই তাহে।
আমি চাই নগ্নমূর্তি সত্যেরে হেরিতে;
সর্ব্ব মনপ্রাণে অনুভব করিতে তাহারে।

সাধু :— সত্য অনুভূতি, একমাত্র বিশ্বাস-সাপেক্ষ,
এই কথা গায় সর্ব্বজন।

হিরণ্য :—সর্ব্বজনে করি নমস্কার।
ভিন্নভাবে সাধনা আমার।
মহাবল হিরণ্যকশিপু আমি,
তপস্যায় অজেয়ত্ব করেছি অর্জ্জন;
অমরত্ব অভিলাষে পুনঃ করি তপ,
সেই আমি, অজেয় অসুর,
যদি পরাজিত, কিম্বা হই মৃত,
তবে সেই দুর্ব্বলমুহূর্তে জয় দিব তাঁর;
শাস্ত্রবাক্য অক্ষরে অক্ষরে মানিব তখন,
তার পূর্ব্বে. ঐ তব ভ্রান্ত সর্ব্বজনে
নবধর্মে করিব দীক্ষিত.
মূলমন্ত্র তার শক্তির সাধনা।
মানব লভিবে শক্তি আপনার বলে,
বিধাতা হইবে বাদী?
হেন যুক্তি উন্মাদ প্রলাপ।

সাধু :— বুঝিতে না পারি,
কী বিচিত্র অভিনব উদ্দেশ্য সাধিতে,
কী অচিন্ত্য লোকশিক্ষা তরে,
হেন দৃঢ় পণ,

হেন বুদ্ধি তোমাপরে' দিলেন বিধাতা ?
ক্ষুদ্র আমি, কী বুঝিব তাঁহার কৌশল ?

হিরণ্য ঃ—কি আশ্চর্য্য ধীমান ?
কখনও কি হয় না সন্দেহ ?

সাধু ঃ— ছিল ! আর নাই।
শান্তিহেতু ফিরিয়াছি সমগ্র ভুবন,
উদ্‌ভ্রান্ত, অধীর ;
জানিয়াছি স্থির,
ধরা চলে একমাত্র তাঁহার বিধানে।
মানবের কোন শক্তি নাই রোধিবে তাহারে।

হিরণ্য ঃ—সৃষ্টি তবে উদ্দেশ্য বিহীন ?

সাধু ঃ—তর্কে নাহি হবে সমাধান।
বিধির ইচ্ছায়,
আসিয়াছি যে যাহার স্বকার্য্য সাধিতে।
কার্য্য অন্তে—ধূ ধূ করে মরু !
যতদূর দৃষ্টি চলে,
শুধু অন্ধকার, ঘন তমোরাশি।
শুনিবে রাজন্ ?
উদাসীন চিরদিন ছিল না এমন ;
ছিল ঘর, ছিল পরিজন,
দাসদাসী, পুত্রকন্যা, রাজ্যধন
কিছুরই ত' অভাব ছিল না ?
তবে ?—তবে ?

(পূর্ব্বস্মৃতিভারে সাধু কাঁপিতে লাগিলেন। কশিপু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন)

হিরণ্য :—অধীর কি হেতু দেব ?

সাধু :— না-না- ! অধীর কি হেতু ?

অধীর—

(ক্ষণমধ্যে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলেন ও পরে শুষ্কহাস্য সহকারে কহিলেন)

কালের কুটিল ঘায়ে খেলাঘর পড়িল ভাঙ্গিয়া ;
ভারে ভারে বেদনার রাশি বরষার ধারামত,
অভিষেক করিল আমারে।
অভিশাপ দিনু বিধাতারে ;
ক্রূর হাসি হাসিল নিয়তি,
তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিধাতার করে।
বল ত' রাজন্ !
কার পরে' করি অভিমান ?

(উভয়েই নীরব)

পারিলে না ?
একমাত্র উত্তর ইহার নীরবতা,
ঐ শূন্য নীরবতা।
চলিলাম তবে ;
কর তুমি আপন সাধনা।
ইচ্ছা যদি করেন শ্রীহরি দেখা হবে পুনঃ।
কোথায় ! কখন ! জানেন সে জন।

(প্রস্থান, হিরণ্যকশিপু কিয়ৎক্ষণ তাঁহার গমন পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, ক্ষণেক পাদচারণা করিলেন, পরে কহিলেন)

হিরণ্য :—অদ্ভুত প্রকৃতি !

মহাজ্ঞানী নীরব সাধক, স্মৃতিভাবে আচ্ছন্ন পীড়িত।
বেদনা প্রহারে চূর্ণ হয়ে গেছে অস্তিত্ব আপন,
দীন ভাবে ঈশ্বরের লয়েছে শরণ।
যুক্তি নাই, প্রাণ নাই, সত্তা নাই তাহে।
আমি চাই বেদনার উৎসের সন্ধান,
কোথা হতে উদ্ভব তাহার, কোথায় বিলয়।

(কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

এক মনে, এক লক্ষ্যে এতকাল করিনু সাধনা,
আশীষ না পাইনু ধাতার।
পুনঃ বসি তপে,
সন্ধান না পাই এই দেহ দিব বিসর্জ্জন।

(আসনে বসিলেন, আচমন করিলেন, ধ্যানের রাজ্যে ডুবিয়া গেলেন। অন্তরীক্ষে বড মধুর এক বাস্ত ক্ষীণ স্বরে বাজিয়া চলিল। আকাশ পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিঃকণা দৃষ্ট হইতে লাগিল। সহসা এক তীব্র জ্যোতিঃরেখা। ঐ জ্যোতি যেন অগ্রসর হইতে হইতে কশিপুর ললাটদেশে প্রবেশ করিল। তাঁহার সমগ্র মূর্তিটি জ্যোতির্ময় হইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয় যেন হিমগিরিচূড়ে ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটি, শরীর তাঁহার স্থির, বদন প্রশান্ত, চক্ষু অর্ধ-নির্মীলিত। তিনি কথা কহিতে লাগিলেন; যেন সম্মুখে কেহ দাঁড়াইয়া আছে ও তিনি তাহার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছেন।)

হিরণ্য :—ধীরে ! ধীরে !

উন্মাদ করোনা মোরে

অন্ধকার, অন্ধকার...
তার মাঝে তীব্র জ্যোতিঃ শিখা,
নয়ন ঝলসি যায়।...
ভাসমান,—ভাসমান আমি।
কোথা যাই? কোন্‌দিকে?
খুঁজিয়া না পাই কোন দিশা,
দিশা,—দি······

(বাক্য মিলাইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে অতি মৃদুকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন)

কি চাহিব আর?
জানো না কি তুমি?···(নীরব)
কী কহিলে? অসম্ভব অমরত্ব দান?
সৃষ্টি যাবে রসাতলে?··· (নীরব)
বেশ! তবে এই বর দাও,
মানব, দানব, দেব, রাক্ষস, পিশাচ,
সৃষ্ট যত পশু পক্ষী কীট,
কারো হস্তে মরিব না আমি।
জলে, স্থলে, অনলে অনিলে,
ব্যোম মাঝে মৃত্যু নাহি হবে।
অস্ত্রের অভেদ্য কর শরীর আমার।...(নীরব)
এত দয়া? এত দয়া সেবকের প্রতি?
যেয়োনা চলিয়া প্রভু,
যেয়োনা চলিয়া শুধু তথাস্তু বলিয়া।...(নীরব)
যাও তবে।

তবে বিদায়ের কালে—

নিয়ে যাও প্রণতি দাসের।

(এই সমস্ত কথাগুলির মধ্যে দেহের কোনরূপ গতি বা ক্রিয়া নাই, ধীর, স্থির, অকম্পিত অংগ। জ্যোতি ক্রমে অন্তর্হিত হইল। কশিপু ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন, আসন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেই মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পর্দ্দা আসিয়া রঙ্গমঞ্চ ঢাকিয়া দিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য সংকেত :—হিরণ্যকশিপুর রাজধানীতে প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান বাটিকা।

তাহারই এক প্রান্ত দেশে এক বেদীমূলে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন দিতি ও কয়াধু। দিতির অংগে সন্ন্যাসিনির বেশ। কয়াধু দিতির পদপ্রান্তে বসিয়াছিলেন—তাঁহার মুখে এক গভীর আকুতির ভাব।

কয়াধু :—মাগো!

এমন নিষ্ঠুর তুমি!
শুনিবে না কোন কথা?
কোন্ অপরাধে অপরাধী তনয়া তোমার
বল ত' জননি?
এতদিন পরে দেখা যদি দিলে,
কেন মাগো কাঁদাও এমন?
চির অভাগিনি, চির কাঙ্গালিনি আমি।
দুঃখ মোর কেহ বুঝিবে না?

দিতি :—বৎসে! তুমি জ্ঞানময়ী।

দানবের আলো তুমি, লক্ষ্মী স্বরূপিনি।
তোমারে কাতর হেরে ব্যথা বাজে হৃদে।

কয়াধু :—আমারো যে বড় ব্যথা মাতা!

শম্ভুসম স্বামী মোর জগতে অতুল,
তুমি মাতা মূর্তিমতী ভগবতী সমা;
পুত্র গর্ব্বে গরবিনি আমি;
কিসের অভাব মোর?

তবু হের জননী আমার,
ভাগ্যহীনা কেবা আমা সম ?
সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ, কত দিন, কত মাস,
মনে হয় কত যুগ মাতা, দেখি নাই তাঁরে,
সেবি নাই চরণ কমল।
নাহি জানি ব্রতভঙ্গ হবে কত দিনে ?
প্রভু মোর কতদিনে—

(বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন—অশ্রু ভারে বাক্য বন্ধ হইয়া গেল, দিতির পদতলে মস্তক লুটাইয়া পড়িল, দিতি পরম স্নেহ ভরে তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন)।

দিতি :—ওরে !

ব্যাকুলতা দিয়ে পারিবি কি রোধিতে অদৃষ্টে ?
বিধিলিপি অশ্রু জলে ধৌত হবে কভু ?
মুছে ফেল নয়নের জল।
আমি সন্ন্যাসিনি, সংসার ত্যজেছি ;
জগতের সুখদুঃখ মোরে,
স্পর্শ নাহি করে,
কিন্তু অশ্রুজলে তোর
গুরু ভারে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে।

(কয়াধু এই স্নেহস্পর্শে ও সান্তনার সুরে ফোঁপাইতে লাগিলেন)

কেঁদোনা, কেঁদোনা মাগো।

কয়াধু :—মাগো !

কোন্ পাপে হেন দশা মোর ?

জ্ঞানের উন্মেষ সঙ্গে
হেন অপরাধ কোন কভুত' করিনি মাতা
যার ফলে হেন শাস্তি আমারে লিখন।

দিতি :—পাগলিনি!
নাহি হোস্ উতলা জননি।
শাস্তি কারে বল?
বিধাতার অলংঘ্য নিয়ম, অতি সূক্ষ্ম বিচার তাঁহার
মানবের বোধের অতীত।
কিন্তু জেন স্থির
বিধি তাঁর চির সত্যময়, অভ্রান্ত, নিশ্চিত।
কর্মস্রোতে ভাসমান জীব,
একদণ্ড কর্মছাড়া নহে।
কোন্ কর্মে কোন্ ফল লভে,
সাধ্য নাই করিতে নির্ণয়।
কবে কোন্ জনমের কোন কর্মফলে
ফুটিয়াছ তুমি, ফুটিয়াছি আমি,
ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র বুদবুদের প্রায়,
সে প্রশ্নের কভু নাহি হবে সমাধান।
জন্ম শুধু খণ্ডিবারে কর্মের প্রবাহ।
এই তোর কাতরতা, ব্যাকুল ক্রন্দন
এও' এক কর্মের সূচনা।

কয়াধু :—(পরম আশ্বস্তভরে)
তুমি থাক থাক মোর পাশে,
পায়ে ধরি করি অনুরোধ।
আমি যে পারি না মাতা

আপনারে শান্ত করিবারে।

কেহ নাই, কেহ নাই মোর শুনাইতে শান্তির বচন।

মধুমাখা বাণী তব বড় শান্তি দিতেছে আমারে।

তুমি থাক, যেও না মা সন্তানে ঠেলিয়া।

দিতি :—কোথা যাব জননি আমার?

তপ জপ সাধনা আমার, তোরা যে আমার সব।

দূরে থাকি, সেও শুধু তোদেরি লাগিয়া,

একদণ্ড অন্যচিন্তা নাই,

শুধু করি তোদেরি মা মঙ্গল কামনা।

আমি যে মা নিজহস্তে

নিজ পাপে রচিয়াছি অদৃষ্ট তোদের।

(কয়াধূ ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন)

কয়াধূ :—একি বল মাতা?

দিতি:—বলিবারে যাই যদি, কণ্ঠরোধ হয়।

স্মরিতে সে কথা আমি,—

না-মা-না

বড় লজ্জা! ঘৃণা হয় আপনার পরে।

কয়াধূ :—(অস্থির হইয়া)

মাগো! উন্মাদ কি করিবি আমারে?

দিতি :— শোন্ তবে মাতা।

আমার সে পাপের কাহিনী, গোপন বারতা

বলি তোরে আজ।

ত্রিভুবনে কেহ নাহি জানে, জানিবে না কেহ।

কিন্তু মাতা, পারিবি কি ক্ষমিতে আমারে?

পাপীয়সি নির্লজ্জা জননী তোর,
পাপে তার দানব সংসার যাবে ছারখার।
অনুতাপে জ্বলে যায় হিয়া,
সে জ্বালায় শান্তির প্রলেপ দিতে
সংসার তেয়াগি আমি করিয়াছি তপস্যা সম্বল ;
যদি, যদি কোনমতে, এককণা কৃপাভিক্ষা পাই।
উঃ! নিদারুণ অভিশাপ!
সে কি ব্যর্থ হবে ?

কয়াধূ :—(বিহ্বলভাবে)
অভিশাপ ? অভিশাপ!
কাঁপে সর্ব্ব কায়, ঘুরিছে মস্তক।
মাগো! জ্ঞান বুঝি রহেনা আমার।

দিতি :—ভয় কি মা জননি আমার ?
ডাক্ নারায়ণে, নিশিদিন স্বপ্ন জাগরণে।
ঝড়ঝঞ্ঝা কেটে যাবে কৃপায় তাঁহার।
তিনি যে মা বিপদ ভঞ্জন,
ডাক্, ডাক্ সেই জনে।

কয়াধূ :—জানো না মা অদৃষ্টের পরিহাস কথা।
কী দারুণ অভিমান হৃদয়ে লইয়া,
সন্তান তোমার গিয়াছেন তপস্যার লাগি!
যাঁরে তুমি কহ নারায়ণ,
দ্বন্দ তাঁরি সনে ;
তাঁরই সনে শক্তির পরীক্ষা দিতে,...
জান না জননি তুমি।

দিতি :—সব জানি মাতা, সে যে সন্তান আমার!

তাইত' রে বারে বারে বলি,
অন্তরের সর্ব্ব শক্তি দিয়ে—ডাক্ সেই জনে।
দেখি, তোর পুণ্যবলে যদি বিধি হন্ অনুকূল;
উঃ! সেই সন্ধ্যা গাঢ়তমা,
সেই লজ্জা, সেই অভিশাপ,
গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসে
জীবনে আমার, জীবনে তোমার।

কয়াধু :—জননি গো! থাক্ সে কাহিনী।

দিতি :—না-না-না! বলিতে হইবে মোরে।
প্রায়শ্চিত্ত বড় প্রয়োজন!
নিজমুখে উচ্চারিতে··· ···

(শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই যেন ক্ষণেক স্তব্ধ রহিয়া পরে বলিলেন, কণ্ঠ প্রায় স্বাভাবিক, যদিও অন্তরে পূর্ণমাত্রায় চাঞ্চল্যের ভাব)

শোন্ পুণ্যবতী!
দক্ষের দুহিতা আমি।
ত্রয়োদশ সহোদরা মোরা,
অর্পিলাম বরমাল্য মহর্ষি কশ্যপে,
নররূপে নারায়ণ তিনি।

কয়াধু—সে কথা মা ভুবন বিদিত।

দিতি :—সত্যই ভুবনে বিদিত তাহা;
কিন্তু অবিদিত যাহা?

(স্তব্ধ ভাবে কিয়ৎক্ষণ গেল)

একদিন,—
আঁধার নামিতেছিল ধরাবক্ষ পরে,—

পাখীরা ফিরিতেছিল কুলায় মাঝারে।
অগ্নিহোত্র শালে,
স্তব্ধ প্রকৃতির সেই সন্ধিক্ষণে
মহর্ষি ছিলেন মগ্ন ধ্যানের আনন্দে।
পাপীয়সি নির্লজ্জা কামিনী আমি,
বিবশা, বিহ্বলা,
যাচিলাম স্বামিসঙ্গ লংঘিয়া নিয়ম।
ফলে তার,
জানো মাতা ফলে তার—

(কাঁপিতে লাগিলেন)

কশ্যপ:—আজ থাক্ জননী আমার।
পরিশ্রান্ত তুমি।
অন্য কোন ক্ষণে—

দিতি:—না-না-এইক্ষণে-এইক্ষণে।
নহে হারাবো সাহস, হারাবো…
আমারে ক্ষমিও মাতা;
বারংবার অনুরোধে, পতিধর্ম রক্ষা হেতু
অন্যায় আহ্বানে মোর ঋষিবর দিলেন উত্তর।
ওরে! ঘৃণা কর্, ঘৃণা কর্ মোরে।

(কপালে করাঘাত করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন)

কশ্যপ:—মাগো! শান্ত হও তুমি।
কিবা কাজ টানিয়া অতীতে?

দিতি:—(উত্তেজিত ভাবে)
নহে সে অতীত।
তারি ফলে বর্ত্তমান কহিছে কাহিনী।

নিয়মের ব্যভিচারে
অন্তর মথিয়া তাঁর হলাহল সম
উঠিল যে অভিশাপ কথা,
সেই কথা শোনাবো তোমারে।
শান্ত স্বরে ঋষিশ্রেষ্ঠ কহিলেন মোরে,
"মূঢ়ে! বড় দুঃখ অভদ্র স্বরূপ দুই
অধম সন্তান তব জন্মিবে উদরে।
দেবদ্বেষী, অত্যাচারী, সংশয়াত্মা. ক্রূর,
বংশের কালিমা দুটি পুত্ররূপে লভিবে আকার।
বলদৃপ্ত অভিমানী,
মৃত্যুরে টানিয়া লবে নিজ নিজ পাপে।"

কয়াধূ:—মা! মা!

(উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিলেন)

দিতি:—আরো আছে।

শুনাবো তোমারে মাতা আনন্দ বারতা।
শুনিয়াছ অভিশাপ কথা, এইবার আনন্দ সংবাদ।
অনাগত সন্তানের বাৎসল্যে পূরিতা,
ঋষির চরণ ধরি লভেছি যে আশীষ বচন,
সেই কথা,—
মনে পড়ে, ব্যথার মাঝারে মোর আনন্দ উৎসব।
বর দিলা ঋষি,
পৌত্র মোর ভক্তির বাঁধনে বাঁধিবে মাধবে।
তারি পুণ্যবলে, অভাগ্য তনয় মম,
অন্তিমে বিষ্ণুর নামে ত্যজিয়া পরাণ
পাবে বিষ্ণুলোক।

বেদনার মরুভূমে বারিবিন্দু সম
এইটুকু ধরে আছি বক্ষের মাঝারে
অতি সংগোপনে, অতি সযতনে।

কয়াধূ :– (বিস্মিত কণ্ঠে)
ঋষির বচন প্রতিবর্ণে সত্য গো জননি !
দেখনি প্রহ্লাদে তুমি ;
স্বরগ হইতে নামিয়া এসেছে এক অমৃতের খনি ;
তারে তুমি দেখনি জননি।

দিতি :—(অতি ত্রস্তভাবে) না-না-দেখিব না আমি।
ওরে ! অঞ্চলের নিধি তোর,
অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখ্ ;
আমার দৃষ্টির পথে কভু নাহি আসে,
যাবে সে শুকায়ে ;
প্রফুল্ল প্রসূন অকালে ঝরিয়া যাবে।
আমি যাই,—যাই আমি।
ডাক্ নারায়ণে,
প্রাণভরে শুধু ডাক্ সে'ই জনে।
সেই পারে, একমাত্র সেই পারে,
যদি ইচ্ছা করে ;
আমি যাই—যাই আমি।

(উদভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান। কয়াধূ বহুক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে যুক্তকরে কহিলেন।)

কয়াধূ :—নারায়ণ ! শ্রীমধুসূদন !
আমাদের রক্ষা কর প্রভু !
ফিরাইয়া দাও দেব স্বামীরে আমার।

(দূরে গান শোনা গেল। প্রহ্লাদের কণ্ঠ)

আসিছে প্রহ্লাদ !

আহা হা ! মধুমাখা সুরে গাহে মধুগান ॥

প্রহ্লাদে হেরিয়া চোখে,

শুনি তার মধুমাখা কথা,

চিত্ত তাঁর শান্ত হবে নাকি ?

নারায়ণ ! নারায়ণ ! কি বলিব তোমা ?

অন্তরের কোন্ কথা নাহি জান তুমি ?

(গীতকণ্ঠে প্রহ্লাদের প্রবেশ)

হরি, গান গেয়ে যাই প্রাণ ভরে।

নামের সেরা নাম পেয়েছি বোল হরি বোল বোল ধরে।

এমন মধুর নাম, গাইতে অবিরাম

নিতুই নব রসের ধারা বইছে আমার অন্তরে

বোল হরিবোল বোল ধরে ॥

(গীতান্তে কয়াধু প্রহ্লাদকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন)

কয়াধু :— প্রহ্লাদ ! বাছারে আমার !

কে শিখালো হরিনাম তোরে ?

ছাড়ি সঙ্গিগণে, আসি এ নির্জ্জনে

হরিনাম গানে মত্ত আত্মহারা কেন ?

তুই রাজার কুমার, দানবের আনন্দপুত্তলী শিশু

কে দিলরে মধুকণ্ঠে তোর মধুর এ হরিনামধ্বনি ?

প্রহ্লাদ :—মাগো !

হরিনাম বিনা তিলমাত্র স্থির হতে নারি।

তন্দ্রাবশে শুনি হরিনাম,
জাগরণে শুনি হরিনাম,
সুপ্তি মাঝে শুনি হরিনাম,
দিবানিশি তাই আমি গাই সেই নাম।
খেলা মোর ভালো নাহি লাগে;
হরি সাথী মোর, হরি বন্ধু মোর,
হরি মোর প্রাণের দোসর।
শোন্ মা, কেমন শিখেছি গান!

(গীত)

ওগো আমার প্রাণের হরি!
দাওনা তোমার চরণ তরী।
দিবানিশি তোমায় ডাকি,
তোমারে হৃদয়ে রাখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি
তোমারি মুরতি হেরি।

কয়াধূ :—শিশুহৃদে একি ভাবাবেশ?
রোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
মনে পড়ে আজি সেই দেবর্ষি বচন
'মহাভক্ত জন্ম নেছে উদরে তোমার'—

প্রহ্লাদ :—মাগো! চিন্তাকুল কেন?
সব চিন্তা দূরে যায়
স্মরিলে মা মোর চিন্তামণি।
আর মাগো, গাই সেই শ্রীহরির নাম,

সব চিন্তা দূরে যাবে, পাব শান্তিধাম।
কাঁদিস্ কেন মা ?
সব দুঃখ সব জ্বালা জানাবো তাহারে,
সে যে মোর কত কথা শোনে,
কত সে আদর করে মোরে।
আমি কাঁদি, সে কাঁদে মোর সনে,
আমি গাই, সে গায় মোর সনে
আমি হাসি, মাগো ! সে হাসে মোর সনে ;
তুই কেন কাঁদিস্ জননি ?

কয়াধু :—প্রহ্লাদ ! বাপ !
হলো বহুদিন,
পিতা তব তপস্যার লাগি গেছেন মন্দরে ;
সংবাদ না পাইয়া তাঁহার—

প্রহ্লাদ :—ঠিক ত মা !
কতবার জিজ্ঞাসা করেছি তারে,
দেয় না উত্তর,
ভুলাইয়া রাখে মোরে কথার কৌশলে ;
হাসে শুধু মৃদু মৃদু, দেয় না উত্তর।
আজ তারে শুধাবো জননী ;
না দেয় উত্তর যদি,
কথা নাহি কব তার সনে ;
সে জানে, বলে নাক' মোরে।

কয়াধু :—(স্বগত) শিশুকণ্ঠে একি কথা শুনি ?
সখা সম সাথে সাথে ফেরেন শ্রীহরি ?
সত্য কি ঘটনা ?

কিম্বা হবে ভূতগ্রস্ত হয়েছে বালক ?

(প্রহ্লাদ দূরে যেন কি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন)

প্রহ্লাদ :—দাঁড়া মা এখানে, এখনি আসিব ফিরে।

ঐ দেখ্ কুঞ্জবনে এসেছেন হরি,

ডাকেন ইঙ্গিতে মোরে।

ভুলিব না কথা,

নিশ্চয় শুধাবো আজি পিতার বারতা।

যদি সে ভুলাতে চায়, কভু না ভুলিব ;

আজ আর তার ছলে ভুলিব না মাতা।

(নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(গীত)

আজ ভাঙবো তোমার লুকোচুরি

খেলবো নূতন খেলা হরি।

আমি নইতো তেমন ছেলে,

ভুল্‌বো তোমার কথার ছলে,

মা আমার যে নয়ন জলে

ছিঁড়ে দেছে প্রাণের ডুরি।

কয়াধু :—অদ্ভুত ঘটনা !

শিশুবাক্য শুনি শিহরে পরাণ।

দৈত্যপুরে কেহ নাহি লয় হরিনাম,

তবে এ অপূর্ব্ব কথা

কোথা হতে শিখিল বালক ?

বলে, হরি আসি দেখা দেন তারে,

করেন যতন, খেলা দেন আদরে কৌতুকে !
চলে গেল কুঞ্জবন পানে,
কাহার সংকেত লভি যেন ;
একি এ অদ্ভুত কথা—

(পশ্চাদ্দিক হইতে হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ, এখনও তাঁহার সেই যোগী বেশ)

হিরণ্য :—রাজেন্দ্রাণী !

(কয়াধু চমকিয়া উঠিলেন, ত্রস্তে ফিরিয়া কহিলেন)

কয়াধু :—কে ?

হিরণ্য :—দেখ দেখি, পার কি চিনিতে ?

কয়াধু :—মহারাজ ? (স্বরে বিস্ময়, আনন্দ, সংশয়)

হিরণ্য :—চিনিয়াছ ?

কয়াধু :—সত্য ? কিম্বা স্বপনের ছায়া হেরি নয়নে আমার ?

[চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিলেন]

হিরণ্য :—নহেক' স্বপন প্রিয়ে, দেখ আঁখি মেলি ।

কয়াধু :—নাথ ! নাথ !

[পড়িয়া যাইতে হিরণ্যকশিপু ধরিয়া ফেলিলেন]

হিরণ্য :—বিবশা হয়োনা প্রিয়ে ।
পূর্ণ মনস্কাম আমি আসিয়াছি ফিরে ।
তপে তুষ্ট দেব প্রজাপতি,
প্রকারে অমর মোরে করেছেন বিধি ;
বহুদিন পরে, হারানিধি পেয়েছি তোমায় ;
কতকাল, হলো কতকাল—

[করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে প্রহ্লাদের প্রবেশ]

প্রহ্লাদ :—মাগো ! পেয়েছি সন্ধান ।

বলিল সে—

[সহসা হিরণ্যকশিপুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বালক থতমত খাইয়া গেল, আর বাক্য ফুটিল না। হিরণ্যকশিপু পরম স্নেহভরে বালককে দেখিয়া কয়াধূকে প্রশ্ন করিলেন]

হিরণ্য :—কে এ বালক প্রিয়ে ?

কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ দুলায়ে দুলায়ে,
নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে,
মা ব'লে আসিতে,
সহসা নীরব হলো আমারে দেখিয়া ?
ইচ্ছা করে, বড় ইচ্ছা করে,
বাহুতে বাঁধিয়া চুম্বন লেপিয়া দিই
ওই দুটি সুকুমার গালে।

কয়াধূ :—সন্তান তোমার, পুত্র আমাদের,
প্রহ্লাদ রেখেছি নাম।

[কয়াধূ বলিতে বলিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। হিরণ্যকশিপু আনন্দাতিশয্যে প্রহ্লাদকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘন ঘন চুম্বনে অভিষিক্ত করিলেন]

হিরণ্য :—প্রহ্লাদ ! প্রহ্লাদই বটে তুই।
আয়, আয় বুকে আয়,
আমি তোর, আমি তোর—

প্রহ্লাদ :—পিতা !

হিরণ্য :—আর একবার, আর একবার বল্‌রে বালক ;
সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শুনে লই তোর ঐ
শিশুকণ্ঠে পিতা ব'লে ডাক্।

প্রহ্লাদ :—পিতা ! পিতা।

হিরণ্য :—রাণি ! রাণি !
অমৃতের খনি হ'তে সুধাপাত্র লয়ে
ধরিয়াছ অধরে আমার,
পান করি বিমোহিত প্রাণ, তৃপ্ত দুনয়ান !
এত শান্তি শান্তিময়ী
মোর তরে রেখেছিলে তুলে !
কি কব তোমারে !
করি আশীর্ব্বাদ সুখী হও তুমি ।

কয়াধু :—ঐ ক্ষুদ্র মুখখানি হেরি
ভুলেছিনু বিরহ তোমার ।
চলে গেলে তুমি,
তারপরে দীর্ঘ চারি মাস,
কী যে ব্যথা, কি বেদনা নাথ !
সত্য কহি, মাঝে মাঝে মৃত্যুইচ্ছা জাগিত হৃদয়ে;
উপায় ছিল না, গর্ভে মোর বংশের দুলাল ।
তারপর ঐ চাঁদে পাইনু যেদিন,
সেই দিন হতে দুঃখেরে বিদায় দিছি—

প্রহ্লাদ :—সব মিথ্যা পিতা ;
মা আমার কাঁদিত কেবলি স্মরি তব কথা ;
আজ তাই শুধানু তাহারে তোমার বারতা ।
সে আমারে বলিল হাসিয়া,
'বা তোর আসিয়াছে পিতা' ।
তাইত' ছুটিয়া এনু হেথা ।
দেখিয়াছ মাতা, আজ আর ভুলি নাই কথা ।
সখা মোর—

হিরণ্য :—(সস্নেহে) কে তোমার সখা প্রিয়তম ?

প্রহ্লাদ :—কেন হরি সখা মোর !

[অগ্নিবান ও এত যন্ত্রণাদায়ক নয়, এই ভাবে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিতেই, কয়াধু ছুটিয়া আসিয়া প্রহ্লাদের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন]

কয়াধু :—নাহি জানি বাছা মোর নিরাময় হবে কতদিনে !
আসিয়াছ তুমি,
এইবার যত্ন কর প্রভু প্রহ্লাদের ব্যাধি নিবারিতে।
কিছুদিন হতে, নাহি জানি কি হয়েছে তার—

হিরণ্য :—(গম্ভীর স্বরে) আমি জানি রাণি।

কয়াধু :—(বিস্ময়ে) তুমি !

হিরণ্য :—জানি আমি রাণি, কি হয়েছে তার ;
আরও জানি, কি হবে তাহার।
আমারে বিস্মিত নেত্রে নেহার কি রাণি ?
বুঝিছ না, দেখিছ না,
বিজয় গৌরব শিরে মোর পরাজয় লেখা !

কয়াধু :—কি কহিছ প্রভু ?

হিরণ্য :—মূর্তি ধরি মমতা এসেছে রণ দিতে মোর গর্ব্ব সনে !
অপূর্ব্ব কৌশল, অদ্ভুত চাতুরী !
আমি জানি, আমি পারি,
সে কৌশল, সে চাতুরীর কণ্ঠ রোধিবারে।
হায় অভাগিনি !
বিকল হতেছি শুধু ভাবি তোর কথা ;
নিদারুণ ব্যথা পারিবি কি আকণ্ঠ করিতে পান !

[হিরণ্যকশিপু উত্তেজনা ভরে পাদচারণা করিতে

লাগিলেন, কয়াধু নিশ্চল, প্রহ্লাদ বিস্মিত, ক্ষণপরে কশিপু পুনরায় আরম্ভ করিলেন]

মনে পড়ে
ধাতার সে আশীর্ব্বাদ অভিশাপ বাণী।
রাণি! বিস্মিত হয়োনা হয়োনা ব্যাকুল।
বর লভি জিজ্ঞাসিনু যবে,
'কবে অরি মিলিবে হে প্রভু;'
হাসি উত্তরিল ধাতা,
'ফিরে যাও আপন আলয়ে
নিয়তির রহস্য হেরিতে'।
স্বপনেও ভাবিনি কখনও,
সে রহস্য এমনি করুণ, এত মর্ম্মভেদী।

[কয়াধু সব কিছু না বুঝিলেও, একটা অমঙ্গলের আভাষ পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন]

কেঁদোনা, কেঁদোনা রাণি।
এখনও ত' রোদনের হয়নি সময়,
অথবা রোদন তব
বেদনের জ্বার লভি হবে নির্ব্বাপিত।

প্রহ্লাদ ঃ—(সাভিমানে) কেন বাবা, মায়েরে কাঁদাও তুমি?
মা'র চোখে জল দেখি,
আমারও যে আসে চোখে জল।

হিরণ্য :—(রুদ্ধকণ্ঠে) ওরে, নাহি এত বল,
ছল ছল চক্ষু হেরি রহিব অটল।

প্রহ্লাদ :—কিছুই বুঝি না পিতা।

হিরণ্য :—বুঝিবি না, বুঝিবি না শিশু!

আয় বক্ষে মোর,

নয়নের মণি তুই দেহের শোনিত।

প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ!

(বুকে লইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন; পরে সহসা বক্ষ হইতে নামাইয়া দিলেন)

না-না, মিথ্যা, মিথ্যা সব!

কর্ত্তব্য কঠোর, পণ মর্ম্মভাঙ্গা।

প্রহ্লাদ! মন দিয়া শোন মোর কথা।

প্রহ্লাদ :—বল, বল পিতা!

হিরণ্য :—জন্ম তব দানবের কুলে;

সখা বলি যারে তুমি ভাব মনে মনে,

দানবের মহাবৈরী সেই।

প্রহ্লাদ :—(বিস্ময়ে) পিতা!

হিরণ্য :—শোন ইতিহাস।

হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতা মোর, পিতৃব্য তোমার,

দানবের গৌরব মুকুট,

ছলে তারে বধিয়াছে হরি।

প্রহ্লাদ—একি বল পিতা?

হিরণ্য :—শোন তারপর। বিষ্ণুবধ পণ লয়ে

এতদিন করিয়াছি সুদুষ্কর তপ;

কভু অনশন, কভু অৰ্দ্ধাশন,

শুষ্কপত্রে জীবন ধারণ;

হিম গ্রীষ্ম বর্ষা নাহি জ্ঞান,

অবিরাম ধ্যান বিষ্ণুর নিধন,

দানবের প্রতিজ্ঞা পালন।

(বলিতে বলিতে ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন)

কয়াধু :—শান্ত হও প্রভু।

হিরণ্য :—আছি শান্ত আমি।

হরিনাম দানবের পুরে নহে শুধু অপরাধ,

মহাপাপ তাহা।

নহে পিতার আকুতি,

রাজার নির্দেশ বলি মনে রেখো সদা

'হরিনাম যেবা লবে মোর রাজ্যমাঝে,

শাস্তি তার প্রাণদণ্ড।'

কয়াধু :—(সচকিতে) প্রভু!

হিরণ্য :—হাঁ, প্রাণদণ্ড!

ঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রমুখে জীবনের লীলা অবসান।

(কয়াধু কাঁদিতে লাগিলেন)

প্রহ্লাদ :—কেন কাঁদ মাগো?

হরিভক্ত মরে কি কখনও?

পিতা! নাহি জানি কেন ভ্রান্তি আসে?

হরি কভু অরি নহে কারও।

হরিনামে পেয়েছি জীবন, হরিনামে জীবন ধারণ

হিরণ্য :—(ক্রোধে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে)

সেই হরিনামে তোমার নিধন।

প্রহ্লাদ :—ইচ্ছা যদি করেন শ্রীহরি,

তাঁর নাম গাহি হাসিমুখে দিব বিসর্জ্জন।

পিতা! কর ক্ষমা,

কর ক্ষমা অজ্ঞান এ সন্তানে তোমার।

জন্ম হতে পিতৃপদ হেরিনি কখনও,

রাতুল চরণে তব পুষ্পাঞ্জলি দিই নাই কভু :
আজি এই আনন্দের দিনে,
কর স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ কর নয়ন তোমার।

হিরণ্য :—দানব বংশের রীতি,
শত্রুশিরে অসির প্রহার।
নহে পুষ্পাঞ্জলি দানে,
উত্তপ্ত শোণিতে তার করিতে তর্পণ।

প্রহ্লাদ :—পিতা! কোন মতে মনে নাহি আসে,
হরি অরি হয় কভু।

হিরণ্য :—মনে রেখো, দানব সন্তান তুমি।

প্রহ্লাদ :—জানি পিতা!
কিন্তু হরিনামে দানবের বাধা কিবা আছে!
হরি করুণার সার, ভব পারাবার
করিতে উদ্ধার, ভক্তহৃদে করেন বিহার।
নিত্য নিরঞ্জন, বিভু সনাতন—
অজর, অমর হরি;
নিরূপ, নির্গুণ, গায় সর্ব্বজন,
কেমনে হইবে অরি?

হিরণ্য :—রাণি!
নিবার সন্তানে তব যদি সাধ্য থাকে।
এ বিপুল পরাজয়, পুত্রমুখে অরি গুণগান,
আর আমি সহিতে না পারি।
প্রহ্লাদ! শেষ কথা মোর;
চাহ যদি আপন মঙ্গল,
জননীরে অশ্রুনীরে না চাহ ভাসাতে,

পাপ নাম ওই—নাহি যেন শুনি তব মুখে।

প্রহ্লাদ ঃ—পিতা!

হিরণ্য ঃ—কোন কথা নয়।

হরিনাম উচ্চারণ আগে,

সর্ব্বদা স্মরণ রেখো ঘাতকের শানিত কৃপাণ।

রাণি! চলিলাম আমি।

পার যদি বিষধর সর্পে তব কর বিষহীন।

নহে জান তুমি মোরে;

কোন বাধা পারিবে না,

স্নেহ নয়, মায়া নয়, নারিবে মমতা।

(প্রস্থান। তাঁহার গমন পথের দিকে কয়াধূ ও প্রহ্লাদ কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। পরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কয়াধূ বলিলেন)

কয়াধূ ঃ—প্রহ্লাদ! বাপ!

প্রহ্লাদ ঃ—কেন মাগো?

কয়াধূ ঃ—জননীর অনুরোধ—

প্রহ্লাদ ঃ—বল্ তোর আদেশ জননি।

ব্যথা যদি দিই তোরে, রুষিবেন হরি।

কয়াধূ ঃ—ওরে এ দানবের পুরী,

হরি নামে হারাবি জীবন?

প্রহ্লাদ ঃ—এমন পাগল তুই মাতা?

হরিনামে হারাবো জীবন!

সখা বলে,

'হরিনাম বলে, যাব কুতুহলে অমর প্রেমের ধাম,

দূরে যায় ভয়, প্রেমের উদয় এমন মধুর নাম।'

কেন তুই ভাবিস জননি ?
নীরবে গোপনে আমার পরাণে
যে জন দিয়াছে তুমি,
হরিনাম গান, হরিনাম ধ্যান
কেমনে তাহারে ভুলি ?
শোন্ মাগো শ্রীহরির নাম।
চিন্তা যাবে দূরে, মিলিবে অচিরে শান্তির সুরধাম।

(প্রহ্লাদের গীত)

কিসের ভয়ে ভুল্‌বো তোমার অমন মধুর নাম ?
যখন, অভয় চরণ ধ'রে আছি ওগো গুণধাম !
নাম যে তোমার ব্যথাহারী
বিপদ যত হোক্ না ভারী
মনের সুখে গাইবো হরি বোল হরিবোল নাম।

(গাহিতে গাহিতে ধূলায় গড়াগড়ি। কয়াধূরও চোখে জল, ধূল্যবলুণ্ঠিত প্রহ্লাদকে তিনি বুকে লইয়া বসিলেন)

কয়াধূ :—প্রহ্লাদ ! বাপ্ !

প্রহ্লাদ :—মাগো !

এসেছিল, এসেছিল হরি।
কোথায় মিলালো ? কেন চলে গেল ?
এলো যদি, চলে গেল কেন ?
আমিত' আমিত' বলিনি কিছু।
তবে কেন ? চলে গেল কেন ?

(ভাবাবেশে আর কথা সরিল না, ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

কয়াধু :—প্রহ্লাদ !

পাগল কি হলি তুই ? কোথা হরি তোর ?

(প্রহ্লাদ এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উদাস করুণ স্বরে বলিলেন)

প্রহ্লাদ :—সত্য কি মা হরিনামে পাগল হয়েছি আমি ?

এই যে দেখিনু, সখা মোর দাঁড়ায়ে এখানে।

মৃদু মৃদু হাসি, অধরেতে বাঁশী

বাজাইছে আসি আমার গানের সনে !

কোথা গেল, কোথা গেল মাগো ?

(আকুলি বিকুলি করিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন, সহসা মাটীর দিকে স্থির দৃষ্টি, কি যেন দেখিতে পাইয়া ভাবাকুল হইয়া ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিলেন)

মাগো ! চেয়ে দেখ্, চেয়ে দেখ্,

স্বপ্ন নয়, মিথ্যা নয়, নহে অনুমান।

দেখ্ দেখ্—এই ধূলিপরে কার পদরেখা !

(কয়াধু হেঁট হইয়া দেখিলেন। বিস্ময়, রোমাঞ্চ, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি ভাবের বিকাশ ; পরে গদগদ স্বরে বলিলেন)

কয়াধু :—মরি, মরি !

কি হেরি, কি হেরি ? নহেত' চাতুরী !

আপনি শ্রীহরি, ভক্তকণ্ঠে শুনি স্বীয় নামধ্বনি,

বালকেরে দিলা দরশন ;

মোর তরে পদ রেখা ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ লেখা,

অভাগীরে এত দয়া প্রভু !

প্রহ্লাদ :—(ভাবাবেগে) হরিবোল ! হরিবোল !

(কয়াধু আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া মহা আবেগ ভরে প্রহ্লাদের সুরে সুর মিলাইয়া ধ্বনি তুলিলেন)

কয়াধু :—হরিবোল ! হরিবোল !

প্রহ্লাদ ! বাপ্‌রে আমার !
ঝড় থেমে গেছে, কেটে গেছে মেঘ।
প্রলয় তাণ্ডব তুলি রাজরোষ আসুক সঘনে ;
দানবের ক্রোধবহ্নি
উন্মত্ত গর্জ্জন সহ উঠুক জ্বলিয়া,
বুকে লয়ে তোরে, হরিনাম গাব' শুধু মুখে।
যাব দূর বনে, গহন বিপিনে,
নীরবে নির্জ্জনে, গাব' তোর সনে,
নামামৃত পানে রহিব বিভোর।

(প্রহ্লাদ মনের আনন্দে গান ধরিলেন)

আজ, মিল্‌লো হরির চরণ রেখা,
মাটীর পরে ফুটলো লেখা।
মায়ের আমার চোখের দেখা
নয়ত' আমার মনের ভুল।
যাবো বনে মায়ের সনে,
গাইবো হরিনাম দুজনে,
দিব হরির শ্রীচরণে কুড়িয়ে এনে বনফুল।

(গাহিতে গাহিতে মায়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান, উভয়ের বদন স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে দীপ্যমান)

তৃতীয় দৃশ্য

দৃশ্য সংকেত :—হরিভক্ত সনাতনের আশ্রম সংলগ্ন কুটির প্রাঙ্গণ।

ভক্তবৃন্দ (বালক, বৃদ্ধ, যুবা) নাচিতেছিল, গাহিতেছিল। অতি বৃদ্ধ সনাতন স্থানুমূর্তির ন্যায় বসিয়া শুনিতেছিলেন। সনাতনের প্রিয়তম শিষ্য ভোলানাথ (প্রৌঢ়) মহানন্দে মধ্যে মধ্যে ভক্তদের নৃত্য ও গীতে যোগ দিতেছিলেন।

আজ, হরির নামে গুরুর পায়ে দিব ফুলের ডালি।
ও সে, গুরু হরি একই কথা নামের তফাৎ খালি।
মোরা, দিব গুরুর শ্রীচরণে
প্রেম, কুসুমরাশি সযতনে
আর, আরতি করিব সুখে প্রেমের প্রদীপ জ্বালি॥

(গীতান্তে সকলে চলিয়া গেলে ভোলানাথ সনাতনের আসন সন্নিধানে আসিলেন। সনাতন যেন সচেতন হইয়া সম্মুখে ভোলানাথকে দেখিয়া বলিলেন।)

সনা :—বাবা ভোলানাথ!

ভোলা :—আজ্ঞে প্রভু!

সনা :—দেখ বাবা, তোমার ঐ ভক্তির পরিধিটি একটু ক্ষুদ্রকায় কর্ত্তে হচ্ছে; নতুবা ··

ভোলা :—নতুবা কি প্রভু

সনা :—নতুবা এই বৃদ্ধ বয়সে অবশেষে ভক্তির শেষফল মুক্তিতে এসে অবস্থিত হবার সমূহ সম্ভাবনা।

ভোলা :—(বিস্মিত হইয়া) প্রভু!

সনা :—না-না, প্রভু নয়, প্রভু নয়। ঐ শব্দোচ্চারণে তোমার এবং আমার উভয়েরই অকালমৃত্যু লাভ হতে পারে ; তাতে তোমার বা আমার কিছু চতুর্ব্বর্গ:ফল লাভ হবে না বাবা।

ভোলা :—(সমধিক বিস্ময়ে) আজ্ঞে কি বল্‌ছেন প্রভু ?

(সনাতন সামান্য একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া সামান্য একটু উত্তেজনার সুরে বলিয়া উঠিলেন)

সনা :—আবার প্রভু ? না ! তুমিই আমার মার্কে ভোলানাথ, তুমিই আমার মার্কে। কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে অপটু হয়ে আমায় তুমি মার্কে। আজ তৃতীয় দিবস অতিবাহিত হতে চল্‌লো, তোমায় অবিরাম জ্ঞাপিত কর্ত্তে চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হলেম না। তোমার বোধশক্তির উপর আমার আস্থা আর আমি অক্ষুণ্ণ রাখতে পাচ্ছি না বৎস।

ভোলা :—আপনি আমায় বিস্মিত কচ্ছেন প্রভু ! এ রকম নূতন কথা, নূতন আচারের অর্থ—

সনা :—(কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া) তুমি বুঝতে পাচ্ছনা, এই ত ! ইহাতে শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে দৃষ্টির প্রসার তোমার অতি ক্ষুদ্র এবং বোধের বিস্তার তোমার অত্যন্ত খর্ব্বকায় ও অপরিসর। 'অজ্ঞ' শব্দটি শাস্ত্রকারেরা তারই উপর প্রয়োগ করেছেন, যে ব্যক্তি দেশ কাল পাত্র সমস্ত সম্যক অনুধাবন করে সময়োচিত ব্যবহার কর্ত্তে অক্ষম।...এবং এ অক্ষমতার যে পরিমাণ মূল্য দিতে হয়. তা করুণ এবং বৃহৎ।...তোমাকে আমি যদি মূর্খ সম্বোধনে অভিহিত করি, তথাপি আমি থাকবো অভ্রান্ত।...হয়ত'

ক্রোধ, দুঃখ, অভিমান প্রভৃতি নানা বৃত্তি তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তোমায় পীড়া দিচ্ছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি ; কিন্তু তোমার প্রাপ্য আমি তোমাকে দিতে দ্বিধা কচ্ছি না, ইহাই তোমার সান্তনা।

(ভোলানাথ গুরুর এরূপ বাক্যের কোন অর্থ পাইলেন না, তবে ইহার পশ্চাতে কোন গভীর রহস্য আছে—এরূপ ইংগিত পাইয়া এবং যথাসময়ে গুরুমুখেই প্রকাশিত হইবে বুঝিয়া নীরবে শুনিয়া যাইতেছেন, চক্ষু মুদিয়া বলিলেই হয়। সনাতন ভোলানাথকে সম্মুখে পাইয়া যেন আপন মনেই বলিয়া চলিলেন)

তুমি কি অন্ধ? দেখ্‌তে পাচ্ছনা যে, যে কোন প্রকার ভক্তি, তা মানবের প্রতিই হোক্‌, আর শ্রীহরির প্রতিই... না-না রাজদ্রোহ, রাজদ্রোহ! ভক্তি শব্দের অর্থ রাজদ্রোহ তোমার হরিনাম রাজদ্রোহ।

ভোলা :—প্রভু কি আমায় পরীক্ষা কর্চ্ছেন?

সনা :—না বাপু! সকল পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ তুমি, এবার পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে। তার পূর্ব্বে আমার দু একটি বাণী তোমাকে দান কর্ব্ব ; অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমায় তা গ্রহণ কর্ত্তে অনুরোধ করি। শ্রবণ কর···প্রথমতঃ আশ্রমটি, হাঁ হাঁ, আমাদের এই আশ্রমটি যাতে অস্তিত্ববিহীন হতে পারে, সে চেষ্টাটি তোমায় কর্ত্তে হচ্ছে।···দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরসাত্মক কোন প্রকার বাণী বা ধ্বনি যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে তোমাকে বিপুল ভাবে আহ্বান করি।···এতাদৃশ জিজ্ঞাসু নেত্র দুটি কিঞ্চিৎ অবিস্ফারিত কর বাবা ···কথার মর্ম্ম সময়ান্তরে তোমায়

জ্ঞাত করাবো, অধুনা কারণ ব্যতিরেকে কথানুসারী হও, ইহাই আমার…

ভোলা ঃ—তবে আপনার কথার—

সনা ঃ—(বাধা দিয়া) হও নাই, পরিজ্ঞাত আছি। তথাপি —বুঝলে বৎস, তথাপি…

ভোলা ঃ—প্রভু!

সনা ঃ—(যেন মহা উত্তেজিত এইভাব) তথাপি তুমি প্রবুদ্ধ হলেনা? এখনও প্রভু? 'প্রভু' শব্দটি যে ভক্তিরসাত্মক, এ বোধের রাজ্যে এখনও প্রবেশ কর্ত্তে পাচ্ছনা মূর্খ? শোন ভোলানাথ! আমি সনাতন, তোমায় সচেতন করে দিচ্ছি, তোমার ঐ সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করে নবভাবে উদ্বুদ্ধ হও, নবপন্থানুসরণে ব্রতী হও।…আমি অদ্য এই শেষবার পুনরায় তোমায় সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতেছি; রাজার ইচ্ছা ধর্ম, সে ধর্মপালন ধর্ম, সে ধর্মপ্রচার ধর্ম। অতএব রাজা যদি এই ইচ্ছা করেন, যে তাঁর রাজ্যমধ্যে নামবিশেষ জাতির কলঙ্ক, তুমি কি সেই নামগ্রহণে নিজেকে তদ্রূপ কলংকে কলংকিত কর্ত্তে চাও?

(ভোলানাথ এতক্ষণে গুরুর অন্তর্নিহিত দুঃখের সুরটি যেন ধরিতে পারিলেন এবং এরূপ অভিনব পন্থায় প্রকাশের ভংগীটি দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইলেন: তিনি সশব্দে অথচ সসম্ভ্রমে হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন)…

ভোলা ঃ—এতক্ষণে আমি আপনার বাক্যের মর্মগ্রহণে…

সনা ঃ—সমর্থ হলে? না বৎস! সম্যগর্থ প্রতীয়মান হতে এখনও কথঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। সে প্রতীতিটি হচ্ছে, অনুসন্ধান…একটা অনুসন্ধান। অবলম্বনের সূত্রে গ্রথিতা একটি

প্রয়াসের এষণা বা প্রেরণা।···কী অবলম্বনে মানবের জীবন ধারণ? রাজার ঘোষনা হতে এমন কোন আদেশ বা নিয়োগের সূত্র পেয়েছ কি যে, যে নামোচ্চারণে মানব আপনাকে সবল এবং সচল রাখ্‌তে পারে?

ভোলা :—একথা ত' ঠিক?

সনা :—ঠিক সেই সত্য সংগ্রহের একটা প্রচেষ্টা, একটা আয়াস যে কর্ত্তে হচ্ছে বাবা!

ভোলা :—বেশ। আমি চল্লাম। আমি স্বয়ং রাজাকে প্রশ্ন কর্ব্বো।

সনা :— এও তোমার ভক্তির লক্ষণ। কোনরূপ প্রশ্ন না করে, কোন দ্বিধাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে, অগ্রপশ্চাৎ সম্যক প্রণিধান না ক'রে, শুধু আমার কথায় কোথায় গমনোদ্যত তুমি, নিজেই জান না। মরণের সাথে সাক্ষাৎকারের যে একটি সুযোগ আসতে পারে, এ চিন্তা কি তোমার হৃদয়ে স্থান পায়?

ভোলা :— প্রভু! সে সমস্ত চিন্তার ভার হ'তে আপনিই ত' আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আপনার আশীর্ব্বাদেই যে আমি জেনেছি, মৃত্যু নাই, মৃত্যুভয় নাই! যাকে মৃত্যু বলি, সে জীবনেরি নামান্তর, অমৃতেরই রূপ মাত্র। সে কথা থাক্, আপনার মনে যখন প্রশ্ন জেগেছে, উত্তর আমাকে পেতেই হবে, মূল্য তার যাই হোক্। আমি আসি, আশীর্ব্বাদ করুন প্রভু।

(প্রণত হইলেন। সনাতন ভোলানাথের সংকল্পদৃঢ় দেহের দিকে তাকাইয়া বিচলিত হইলেন, বলিলেন)

সনা :— তাইত' ভোলানাথ! তুমি আমায় চিন্তিত করালে।

(ভোলানাথ ক্ষোভের সহিত মস্তক তুলিয়া বলিলেন)

ভোলা :—ও চিন্তার অর্থ অধম এ শিষ্যের উপর আস্থা স্থাপনে অনিচ্ছা। আজ সত্যই মৃত্যু আমার প্রাপ্য, আমার কাম্য।

বল গুরু বল মোরে কবে কোন অশুভক্ষণে
আমারে দুর্ব্বল তুমি হেরেছ নয়নে ;
তাই আজি সন্দেহের ছায়া আসি ঢাকে তব হৃদি ?
সাধিবারে তব দত্ত ভার, আশীষ ভিখারী আমি,
অসংকোচে দিতে বাধা তব ?

(অভিমানে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন, পরে একটু সুস্থ হইয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন)

বুঝিয়াছি,
বড় গর্ব্ব ধ'রেছিনু হৃদে, শিষ্য আমি তব,
লভিয়াছি শিষ্যের গরিমা !
সে গর্ব্ব ভাঙ্গিয়া দিতে
উত্তম এ শিক্ষা তুমি দিলে হে ধীমান্ !
জীবনের প্রয়োজন গিয়াছে চলিয়া।
বুঝিলাম,
আশীষ লভিতে আমি নহি অধিকারী ;
নহে কেন দ্বিধা তব চিত্তে ?
চলিলাম গুরু !
এইমাত্র শুনিয়াছি তোমারি শ্রীমুখে,
যাত্রাপথ মোর দীপ্ত করে মরণের আলো ;

সেই ভালো, সেই ভালো তবে।

সনা ঃ— ভোলানাথ! বৎস! ত্যজ অভিমান।
দুরন্ত দানব, দুর্মদ হৃদয় তার,
তাই হয়েছিল ভয়, হয়েছিল ভুল।
সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেছে;
যাও বৎস! মানা নাহি করি।
অদ্ভুত এ গুরুভক্তি তব জগতে অতুল,
এ মোর গৌরব।
শাস্ত্রমর্মে, জ্ঞানধর্মে, আদর্শ প্রতীক তুমি।
শিষ্যরূপে লভিয়া তোমারে
ধন্য আমি, ধন্য ত্রিভুবন।
যাও শক্তিধর।

(অদূরে বহুকণ্ঠে হরিধ্বনি শ্রুত হইল। সনাতন ও ভোলানাথ উভয়েই সচকিত হইয়া উঠিলেন। কীর্ত্তনের সুর ক্রমশঃ নিকটে আসিতে লাগিল। বাহিরে পথ বাহিয়া একদল হরিভক্ত গাহিতে গাহিতে যাইতেছেন দেখা গেল, তাহাদের পুরোভাগে প্রহ্লাদ)

(গীত)

ভজ, হরিনাম শুধু গাহ মুখে হরিনাম
যাবে, দূরে চলে দুঃখ তাপ রাশি যাতনা।
বল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,
ও তোর, দূরে যাবে সব ভাবনা।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

(গাহিতে গাহিতে দল চলিয়া গেল, সুর ক্রমশঃ ক্ষীণ

হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন সনাতন, মহা উৎসাহভরে)

সনা :— বৎস !

পেয়েছ উত্তর ? বুঝিয়াছ শ্রীহরির লীলা ?
পিতা চায় সাধিবারে ভক্তির উচ্ছেদ,
পুত্র আসি বাদী হয় তায়।
বুঝিয়াছ, হেন পুত্র কাহার সৃজন ?
চমৎকার ! চমৎকার ? মনোহারী লীলা ?
প্রভু ! প্রভু ! কি বলিব আর ?
তুমি চতুরাঙ্গী !
চতুর্দ্দিকে ঝরে তব আলো।

(সমস্ত দিক্‌কে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, সহসা ভোলানাথের দিকে ফিরিতেই তাহাকে যেন দেখিতে পাইলেন ও মনে হইল যেন তাহাকেও প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছেন, পরে গদগদস্বরে স্নেহ মিশ্রিত সুরে বলিতেছেন)

ভোলানাথ !
ব্যথা পেয়ে ব্যথা দিছি অন্তরে তোমার।
মূঢ় আমি, পূর্ণ অহংজ্ঞানী ;
পূর্ব্বে বুঝি নাই।
যাঁর নাম, সেই নামরূপী লয়েছেন ভার
আপনার নামের প্রচার, আনন্দ তাঁহার।
এই তাঁর লীলার বিলাস।
বাধা আসে, শুধুমাত্র তীব্রতা বাড়াতে,
করিতে উজ্জ্বল তারে, করিতে ভাস্বর।
গাও বৎস, প্রাণভরে গাও হরিনাম।

ডাকো তব বালকের দল, আসুক যুবকবৃন্দ,
বৃদ্ধ যারা থাকুক নাচিতে,
উল্লাসে তুলুক সবে হরিনাম রোল!
মুখে বল হরি, মনে ভজ হরি,
গাহ শুধু হরিবোল, হরিবোল, হরি।

(আর বলিতে পারিলেন না। ভাবের ভারে বাক্য বন্ধ হইয়া গেল, চক্ষু দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল, প্রবেশ করিল ভক্তের দল ও প্রহ্লাদ রচিত পূর্ব্বের গীতখানি নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল। সনাতন তন্ময় হইয়া শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ। ভোলানাথ উন্মত্তের মত ভক্তবৃন্দের সহিত নাচিতে লাগিলেন, হাসিতে লাগিলেন, কখনও বা গুরুর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

এই আনন্দ পরিবেশের মধ্যে দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটিল।

চতুর্থ দৃশ্য

দৃশ্য সংকেত :—হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদের কক্ষসংলগ্ন একটি প্রশস্ত বারান্দা।

কশিপু ও তাঁহার সেনাপতি শম্বর কিছুপূর্ব্বে কথা কহিতেছিলেন। দৃশ্যের প্রকাশে দেখা গেল শম্বর একস্থানে দাঁড়াইয়া, আর কশিপু উত্তেজিত ভাবে বারান্দার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাদচারণা করিতেছেন। সহসা শম্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

হিরণ্য :—বৃথা অনুরোধ তুমি করোনা শম্বর।
রাজার বিচার পুত্রে মিত্রে নাহি করে ভেদ।
দিকে দিকে বজ্রনাদে কর বিঘোষিত,
'দৈত্যপুরে হরিনাম, নহে শুধু রাজার নিষেধ,
জাতির কলংক তাহা।'
হরিনাম যেবা লবে মুখে, শাস্তি তার প্রাণদণ্ড
অসীম যন্ত্রণাময় মৃত্যুর আস্বাদ।

শম্বর :—(সসম্ভ্রমে) প্রভু! বালক প্রহ্লাদ!

হিরণ্য :—ভালো জানি আমি,
কিন্তু হরিনাম বিষ মুখে লয়ে
জন্ম নেছে অভাগা তনয়।
সাধ্যমত করেছি যতন
হরিতে সে বিষরাশি বালকের রসনা হইতে।
আশ্চর্য্য শম্বর!
দৈত্যকুলপতি হিরণ্যকশিপু আমি, ত্রিভুবন ত্রাস:
নারিলাম জিনিতে বালকে?

পারিল না স্নেহ, ব্যর্থ হলো মধুর বচন,
ভেসে গেল সব অনুরোধ।
অবহেলি ভ্রূকুটি আমার আনন্দে গাহিল হরিনাম,
মৃত্যু ভয় মনে নাহি মানে,
উন্মাদ করিবে মোরে হরিনাম গানে।

শম্বর :—অজ্ঞান সে শিশু।

হিরণ্য :—অজ্ঞান আমরা।

(প্রায় ধমকিয়া উঠিলেন। শম্বরের মুখে আর কোন কথা ফুটিল না, হিরণ্যকশিপু পাদচারণা করিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন)

শম্বর!
ভীমমূর্ত্তি ঘাতক দাঁড়ালো এসে সম্মুখে তাহার,
ভয় নাই, চিন্তা নাই, দ্বিধা নাই হৃদে?
(পরিভ্রমণ)
বুঝিছ না? দানবের দর্পের প্রাসাদে
দম্ভভরে জন্ম নেছে সে কণ্টকতরু,
বিনা মূলোচ্ছেদে হর্ম্যরাজি পড়িবে খসিয়া।

শম্বর :—প্রভু! মহারাণি—

হিরণ্য :—তারে আমি জানি।
হয়ত' বা হারাবো তাহারে।
বেদনার ভারে
হয়ত' বা সাঙ্গ হবে জীবলীলা তার।
কিন্তু কি করিব?
অন্ধ পুত্রস্নেহে দিব ধর্ম্মে বিসর্জ্জন?
(কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব)

শুধু কি তুমিই ? শুধু মহারাণি ?
একবারে চাহ মোর পানে।
দেখিতে কি পাও,
কী ভীষণ দাহ সেথা দলিছে দেহেরে ?
বুঝিছ কি, অন্তরাত্মা মোর আকুল ক্রন্দনে
অহর্নিশি মাগিতেছে সন্তানের প্রাণ ?
আকাশে বাতাসে, সারাক্ষণ শুধু
ভাসিতেছে তারি মধুস্বর !
হয়ত' বা—হয়ত' বা··· ···

(সহসা কী যেন শুনিতে পাইয়া সচকিতে বলিলেন)

শম্বর ! শম্বর !
শুনিলে কি শিশুকণ্ঠে রোদনের ধ্বনি ?

(শম্বর কশিপুর এই আত্মনির্যাতনে ব্যথিত হইয়া কাতর ভাবে বলিলেন)

শম্বর :—হেন নির্যাতন প্রভু আপনারে কেন কর তুমি ?
এ যে অকরুণ, বড়ই নিষ্ঠুর।
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর দেব !

(কশিপু নিজের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া প্রথমটা লজ্জিত হইলেন পরে সংযত হইয়া কহিলেন)

হিরণ্য :—না ! ভুল ! ভুল ! ভ্রমমাত্র ইহা !
শম্বর ! দেখত' বাহিরে,
প্রহ্লাদের ছিন্নমুণ্ড লয়ে ঘাতক-কি—

(ঠিক এমনি সময়ে প্রবেশ করিল ঘাতক ও রাজার মুখে তাহারই নামোচ্চারণ শুনিয়া বলিয়া ফেলিল)

ঘাতক :—এসেছে ঘাতক দেব !

(কশিপু তাহার দিকে চাহিতে পারিলেন না, পশ্চাৎ ফিরিলেন, তাহাতেও চিত্ত শান্ত হইল না, ভয়, যদি কিছু অবাঞ্ছিত দেখিয়া ফেলেন। দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া বলিলেন)

কশিপু :—ঘাতক ! ঘাতক !

ফিরে যাও, ফিরে যাও তুমি।

ঘাতক :—কোথা যাব ফিরে ?

পুনঃ সেই ভীষণ মশানে ?

শুনিতে সে ভৈরব নিনাদে ?

তার চেয়ে শতগুণে শ্রেয় রাজরোষ।

হিরণ্য :—(সেই অবস্থায় থাকিয়া) শঙ্কর !

আজ্ঞা দাও, আজ্ঞা দাও ফিরিতে ঘাতকে।

দূর কর তারে।...

না-না-হত্যা ! কর হত্যা তারে।

(চক্ষু হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া ফিরিলেন)

শ্রেয় রাজরোষ !

কী প্রচণ্ড জ্বালা তার বুঝিবে এখনি।

সন্তানের রক্তসিক্ত করে,

আসিয়াছ রাজরোষ করিতে আস্বাদ ?

আকণ্ঠ করাবো তোমা পান।...

শূল ! না-না-সর্পাঘাত !

না,—জীবন্ত দহন !

না, ঘাতকের অবসান ঘাতকের হাতে।

খড়্গো, সেই খড়্গো,

আঘাতে—কোমল সে শিশুদেহ

বিচ্ছিন্ন করেছ তুমি শির হতে তার,
সেই খড়্গো, রক্তমাখা সেই খড়্গাঘাতে ···
রক্ত···রক্ত···

(উত্তেজনায় দানবরক্ত যেন দেহের সর্ব্বাঙ্গে নাচিতে লাগিল, সহসা 'রক্তের' কথায় বোধ হয় প্রহ্লাদের রক্তসিক্ত কলেবর চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। যে কারণেই হউক তাহার মন আর্দ্র ও সিক্ত হওয়ায় মুখ দিয়া যে বাণী বাহির হইল তাহা অতি করুণ, তাহার মধ্যে একটা যেন অনুনয়ের সুর ;

রে ঘাতক !
কত রক্ত, কত রক্ত ছিল সেই বালকের দেহে?
বল্ বল্ ভয় নাই তোর—প্রভুভক্ত বীর।

ঘাতক :— ভয় নাই? ভয় নাই?
রক্ত হেরি দৈত্য প্রাণ ভয় নাহি পায়।
কিন্তু রক্ত কোথা পাব ?
প্রবাহ তাহার নিরুদ্ধ হইয়া গেছে বালকের গাত্রে।
চিহ্নমাত্র নাই শোণিতের।

হিরণ্য :—উন্মাদ দানব !

ঘাতক :—থরথরি এখনও কাঁপিছে হিয়া
স্মরিয়া সে ভৈরব আকারে।
প্রতিবিন্দু, প্রতিকণা তার
জন্ম নেছে হরিনাম হতে।
অক্ষয় অমর সেই হরি হতে উদ্ভূত প্রহ্লাদ।

(কশিপু এই অসংযত বাক্যের শাস্তি দিবার মানসে শম্বরকে ইংগিত করিলেন। রাজাজ্ঞায় শম্বর ঘাতকের

অভিমুখে অসি উত্তোলন করিলেন। ঘাতক নির্ভয়ে বুক পাতিয়া বলিল)

দেখেছ কি সেনাপতি নীরব মশান?
শুনেছ কি শিশুকণ্ঠে হরিনাম গান?
শানিত কৃপাণ তুলেছ কি বালকের শিরে?
কোমল সে মাংসপিণ্ড পরশ পাইয়া
দ্বিখণ্ডিত হ'ল কৃপাণ,—
দেখেছো নয়নে?

হিরণ্য :—মিথ্যাবাদী দূত!

ঘাতক :—তা'হতে অদ্ভুত;
বালকের রক্তলোভে উন্মত্ত অধীর,
তুলিনু দ্বিতীয় খড়্গ।

হিরণ্য :—সাবাসি ঘাতক!

ঘাতক :—হরিবোল হরিবোল ধ্বনি
বালকণ্ঠে বহে অবিরাম;
পূরিল গগন, আচ্ছন্ন তপন,
আঁধার ঘেরিল সব।
মূর্ত হয়ে হরিনাম ধ্বনি আমারে ঘেরিয়া
করিতে লাগিল নৃত্য মশান মাঝারে।
হিম হয়ে এলো সর্ব্বতনু;
ডরে মহাবেগে হানিনু কৃপাণ, জ্ঞানহারা আমি।

হিরণ্য :—ধন্য দৈত্যবীর!

(ঘাতক কশিপুর কথা বোধ হয় শুনিতে পায় নাই, কারণ সে তখন মানস দেহে মশানে বিচরণ করিতেছে। সে বলিয়া চলিল)

ঘাতক :—পেনু যবে জ্ঞান,

হরিনামগান শুনিনু আবার,

প্রহ্লাদ তুলিছে রোল, হরিবোল, হরিবোল।

(সুরে গাহিতে লাগিল, হয়ত' বেসুরো, তবু ভরপুর

হরিবোল—হরিবোল—হরি ...

(প্রায় উন্মাদিনি কয়াধুর প্রবেশ)

কয়াধু :—কে রে বাছা দানবের পুরে,

মধুমাখা সুরে গাস্ হরিনাম !

গাহিল প্রহ্লাদ, ঘাতক মারিল তারে :

ঘাতক :—মাগো ! হরিনামে মরিল ঘাতক।

হিরণ্য :—এসেছ কি রাণি,

পুত্রহস্তে পরাজয় দেখিতে স্বামীর ?

কয়াধু :—না—না !

তপ্তরক্তমাখা তনয়ের শির

পিতার কোমল হস্তে সেজেছে কেমন,

দেখিতে এসেছি আমি উন্মাদিনি।

হিরণ্য :—পরিহাস করোনাক' রাণি !

আমি পারি,—

পারি আমি সাধিতে সে অসাধ্য সাধন।

পুত্র কেন ? হলে প্রয়োজন,

ধর্মহেতু আত্মপ্রাণ বলি দিতে পারি,

অকাতরে, হাসিমুখে নিশ্চিন্ত নির্ভরে।

এতই দুর্বল তুমি ভেবেছ কি মোরে ?

কয়াধু :—না প্রভু ! স্বপনেও ভাবিনা কথনও।

হিরণ্য :—সত্য বটে, মৃত্যুর দুয়ার হতে ফিরেছে প্রহ্লাদ,
কিন্তু মনেও দিওনা স্থান,
হরিনাম কারণ তাহার।
অকর্মণ্য ঘাতকের বিশ্বাসহীনতা—

ঘাতক :—(শরবিদ্ধবৎ) দয়া কর, দয়া কর প্রভু!
হেন আখ্যা দিওনা দাসেরে।
দৈত্যরক্ত ধমনীতে বহে পূর্ণতেজে ;
আজীবন নিয়োজিত ঘাতকের কাজে ;
শানিত কৃপাণ তলে,
কত শত ছিন্ন শির পড়েছে লুটায়ে ;
উল্লাসে দানব রক্ত নাচিয়া উঠেছে ;
তপ্ত রক্ত সারা অংগে মাখি,
কৃতার্থ হয়েছি আমি রাজকার্য্য সাধি।
কভু কি দেখেছো,
স্থিরমুষ্টি এই কর হতে খসিতে কৃপাণে ?
কভু কি দেখেছো প্রভু,
কম্পিত এ প্রাণ, শঙ্কিত সদন ?
কিন্তু কি কব তোমারে ?
পুষ্প হতে সুকুমার কিশোর বালক—
মৃত্যুঞ্জয়ী নাম মুখে লয়ে
বিভীষিকা দেখালো আমারে!
কাপুরুষ, কাপুরুষ শতবার আমি,
কিন্তু নহি বিশ্বাসঘাতক।

হিরণ্য :—বিশ্বস্ত ঘাতক!
ক্ষোভ তব করিব নির্ব্বান রুদ্ধ করি হরিনাম গান

দৈত্যপ্রাণে জাগে বিভীষিকা, নূতন সংবাদ !
কিন্তু উন্মত্ত বারণ ?
সেত' কভু মানে না বারণ,—চাহেনা কারণ,
পদতলে তার মহোল্লাসে গরজে মরণ।
(পরিক্রমণ, সকলে স্তব্ধ)
হস্তিপদতলে মরিবে প্রহ্লাদ, রাজ আজ্ঞা ইহা।
শম্বর ! যাও, শীঘ্র যাও !
অপেক্ষায় রহিব হেথায়—
প্রহ্লাদের মাংসপিণ্ড হেরিতে নয়নে।

(শম্বর চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। কশিপু উন্মত্তবৎ পাদচারণা করিতে লাগিলেন। কোনক্রমে একটু সুযোগ পাইয়া কয়াধূ শান্তস্বরে বলিলেন— কথা প্রায় কান্নার মত)

কয়াধূ :—প্রভু !

হিরণ্য :—(বিরক্ত হইয়া) আঃ ! স্তব্ধ হও রাণি !
ক্ষণেক অপেক্ষা কর।
সন্তানের মৃতদেহ চাপি বক্ষোপরে,
যত পার, যত পার করিও রোদন ;
আমা'পরে যত পার অভিশাপ করিও বর্ষণ।
আমি চাই সত্যের সন্ধান !
হাঁ হাঁ, সত্যের সন্ধান !
আপনার পুত্রবিনিময়ে ! হোক্ না সে··· ···

(আর বলিতে পারিলেন না। পুনরায় উদ্ভ্রান্ত ভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। কয়াধূ অঞ্চলে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে

লাগিলেন। ঘাতকটি সহসা কয়াধুর পদতলে বসিয়া পড়িল, বলিল)

ঘাতক : মাগো! নীচ বংশে জনম আমার ;
নীচ সঙ্গ, নীচকার্যে কাটায়েছি সমগ্র জীবন ;
কিন্তু কুহকী সন্তান তোর,
খুলে দেছে হৃদয়ের ডোর।
আজি মুক্ত হৃদিভার, জানিয়াছি সার,
সংসার অসার, ভবে সারাৎসার,
হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম গান।
(সুরে) হরিবোল—হরিবোল-হরি ··· ···

হিরণ্য :—স্তব্ধ হ ঘাতক।

ঘাতক :—ভ্রুভঙ্গে কি টলিবে হৃদয় ?
নবরঙ্গে মেতেছে এ প্রাণ, নবরসে ভরেছে ভুবন।
চিন্তা নাই, লজ্জা নাই, নাইকোন দ্বিধা ;
কেটে গেছে নয়নের ধাঁধা।
মরণ মরিয়া গেল হরিনাম গানে,
স্বচক্ষে নেহারি, মৃত্যুরে করিব আমি ভয় ?
মৃত্যুঞ্জয়ী নাম এনেছে প্রহ্লাদ,
হরি হরি নাদ করেছে উন্মাদ।

(কশিপু ক্রোধে অসি তুলিলেন, ঘাতকের সেদিকে দৃষ্টি নাই ; কয়াধু কাঁদিয়া উঠিলেন "উঃ" বলিয়া)

ঘাতক :—কেন মা রোদন ?
হরিনাম ধন, পেয়েছে যে জন,
সফল জীবন তার, সফল মরণ।
হান হে রাজন্।

(নির্ভয়ে বুক পাতিয়া দিল, কশিপু অসি ফিরাইয়া লইলেন, বলিলেন)

হিরণ্য :—না ! ক্ষুদ্রজীব তুই ।

অন্ধ আত্মহারা, মায়াঘোরে ঘেরা !

যা-যা, তোরে নয় আজ ;—যা— ।

(ঘাতক চলিয়া গেল । মঞ্চ স্তব্ধ, ক্ষণপরে বাহিরে শব্দ । কশিপু ও কয়াধু উৎকর্ণ হইলেন । অসম্ভব চঞ্চলতা উভয় হৃদয়ে, বাহিরে তাহার প্রকাশ হয় না । কশিপু যেন নিজেকে প্রস্তুত করিবার জন্যই বলিলেন)

হৃদয় প্রস্তুত কর রাণি,

সন্তানের মৃতদেহ হেরিতে নয়নে ;

হরিনাম ধ্বনি নিথর হইয়া গেছে

রক্তমাখা কণ্ঠনালী পরে ।

(প্রবেশ করিল শম্বর, সঙ্গে আহত, রক্তাক্ত এক দানব, সে মাহুত । শম্বরের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, কম্পিত চরণ, কিছুটা যেন সভয় ও সচকিত ভাব ; মাহুতের মধ্যে আর্ত ভাবেরই প্রকাশ)

এসেছ শম্বর ? কি হেতু, কাতর ?

শত্রু নাশে বিকল কেন বা !

একি ? শোনিতের লেখা

কেন হেরি মাহুতের গায় ?

শম্বর :— প্রভু ! মায়াবী বালক !

(কশিপু বুঝিলেন যে কিছু একটা অসম্ভব ঘটিয়াছে । সেটি জানিবার আগ্রহবশেও বটে, স্বীয় সংকল্পে ব্যাঘাতের আঘাতেও বটে, বিরক্ত হইয়া শ্লেষের সুরে বলিলেন)

হিরণ্য :—হাঁ, হাঁ, জানি আমি মায়াবী বালক।
বল, বল তার মায়ার কাহিনী,
শুনে পরিতৃপ্ত হই।

শম্বর :— বারী হতে বাহিরিয়া উন্মত্ত বারণ,
ছুটে চলে রাজপথ দিয়া ;
পদভরে কাঁপিল মেদিনী ;
পথিক পলায় ভয়ে, ত্রস্ত সর্ব্বজন।
মদগর্ব্বে ছুটিয়াছে বারণ দুর্বার,
অংগভংগে অস্থির মাহুত লুটায়ে পড়িল ভূমে।
অশ্বপৃষ্ঠে ধাইনু পশ্চাতে ;
সহসা দাঁড়ালো গজ প্রহ্লাদে হেরিয়া,
নরনারী হাহাকার করিয়া উঠিল।
আশ্চর্য্য রাজন্! হরিনামে উন্মত্ত বালক,
ভয় নাই, চিন্তা নাই হৃদে ;
অবিরাম হরিনাম গাহিছে আনন্দে।

হিরণ্য :—উত্তম হে দনুজপ্রবর!
বালকের কণ্ঠে শুনি হরিনাম ধ্বনি,
আনন্দেতে আত্মহারা তুমি কি করিলে ?

(শম্বরের ইংগিতে দীনভাবে মাহুতের প্রস্থান)

শম্বর :— ক্রুদ্ধ হইও না প্রভু! অদ্ভুত ঘটনা!
চারিদিকে নরনারী করে হাহাকার,
মরিল প্রহ্লাদ, নাহি প্রতিকার।
দুরন্ত বারণ, জানে সর্ব্বজন।
কাঁদিল কেহ বা, হাসিল বা কেহ,
হেরিতে কৌতুক দূর হতে দেখিতে লাগিল কেহ

স্তব্ধ গজরাজ, কী ভাবিয়া মনে
নতজানু পড়িল ভূমিতে।
তারপর, বিস্মিত হয়োনা দেব,
এনো না সংশয়!
মাতা যথা সন্তানেরে টেনে লয় আপনার বুকে
অসীম আগ্রহে, ব্যাকুল বন্ধনে,
সেইমত তুলি শুণ্ডপরে বালকেরে নিল পৃষ্ঠদেশে।
হরিনাম গাহিছে বালক,
তালে তালে নাচে গজরাজ,
শতকণ্ঠে হরিধ্বনি জাগিয়া উঠিল।

হিরণ্য :—উন্মত্ত কি হয়েছে দানব? বন্দী কর সবে।
লৌহ কারাগারে
আবদ্ধ করিয়া রাথ লৌহের বেষ্টনে।
অগ্রে করি কালরূপী পুত্রের নিধন,
তারপর জানি আমি দানবের মুথ হতে
কেমনে হরিতে হয় হরিনাম ধ্বনি।
কোথায় প্রহ্লাদ?
লয়ে এস তারে। শাস্তি তার—

(ছুটিতে ছুটিতে প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ :—শাস্তি দাও পিতা, যাহা ইচ্ছা তব,
শুধু হরিনামে করোনাকো মানা।

(সুরে) হরিবোল—হরিবোল-হরি··· ···

(ছুটিয়া গিয়া কয়াধুর অঞ্চল ধারণ করিলেন। কয়াধু শিরশ্চুম্বন করিয়া তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন)

না হেরিয়া ঘরে তোরে
ছুটিয়া এসেছি হেথা মাতা।

(মাতাপুত্রের এ মিলনদৃশ্য কশিপুর অসহ্য হইল, তিনি রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন)

হিরণ্য :—ভাগ্যবশে দুইবার
কালের কবল হতে এসেছ ফিরিয়া ;
তাই বুঝি দেখাইতে আপন গৌরব,
পিতারে করিতে হতমান,
হরিনাম বিষ মুখে লয়ে
আসিয়াছ পিতার নিকটে
পিতৃদ্বেষী সন্তান আমার ?

প্রহ্লাদ :—হেন কথা বলোনা, বলোনা পিতা !
বড় ব্যথা পাই আমি মনে।
তোমা হতে জনম আমার,
তোমা হতে দেখিনু সংসার ;
যে মুখেতে গাই হরিনাম, তোমারি সে দান ;
পুত্র আমি তব স্নেহের ভিখারী সদা।

হিরণ্য :—পিতৃ আজ্ঞা, রাজ আজ্ঞা দলিয়া চরণে
চাও ভিক্ষা স্নেহ, ভালোবাসা ?
এ হেন চাতুরী, সামান্য বালক তুই,
কোথায় পাইলি ? কে শিখালো তোরে ?

প্রহ্লাদ :- পিতা ! শিখি নাই কিছু, জানি নাই কিছু !
শিখিয়াছি হরিনাম গান।

হিরণ্য :—কালফণী দংশিয়াছে শিয়রে তোমার,
কি হবে ঔষধে ? শম্বর !

অসহ্য এ পরাজয়। উন্মাদ করিবে মোরে।
ক্ষুদ্র শিশু বার বার করে অপমান ?
আমি দনুজপ্রধান, হত গর্ব্বমান,
নিবারিতে নারি কোনমতে ? দনুজ গৌরব
পথের ধূলির পরে যায় গড়াগড়ি।
ক্ষুদ্র এক শিশু হলো দানবের অরি ?
বধ কর, বধ কর দুরন্ত বালকে যে উপায়ে পার।
যে মুখেতে লয় হরিনাম,
সেই মুখে তুলে দাও বিষ কালকূট,
শত্রুনাম নিস্পন্দ হইয়া যাক নিথর অধরে।
লয়ে যাও দূরে ;
চক্ষুর সম্মুখ হতে দূর কর তারে।

(কয়াধূ আরও জোরে প্রহ্লাদকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। অভিমান-জড়িত কণ্ঠে প্রহ্লাদ কহিলেন)

প্রহ্লাদ :—ছেড়ে দে জননি !

হিরণ্য :—ছেড়ে দাও রাণি !

ভালো পুত্র করেছ প্রসব,
জন্ম যার হরিবারে দানব গৌরব।
কিন্তু জেন স্থির,
মহাবল হিরণ্যকশিপু আমি,
জীবিত থাকিতে এ কলংক লেখা
রাখিব না দানবের ভালে।

(কয়াধূ রোদন করিতে লাগিলেন)

ভেবেছ কি রাণি,
রোদন তোমার গর্ব্ব মোর পারিবে হরিতে ?

ছেড়ে দাও অবাধ্য সন্তানে,
স্নেহের বন্ধন তব পারিবে না রক্ষিতে তাহারে।

কয়াধু :— প্রস্তরে গঠিত কি গো হৃদয় তোমার ?
এমন নিষ্ঠুর, এতই নির্দ্দয় ?
কোন্ প্রাণে পিতা তুমি
জননীর কোল হতে সন্তানে কাড়িতে চাও ?
দিতে চাও মরণের কোলে ?

হিরণ্য :—পুত্র কোথা ?
শত্রু সে আমার, শত্রু সে তোমার,
দানব মহিষী তুমি।

প্রহ্লাদ :—(অভিমানে) ছেড়ে দে জননি !
কেন তুই ব্যাকুল এমন ?
চলে যাই দূরে, বহুদূরে ;
পিতার নয়ন হতে মুছে যাক্ প্রহ্লাদের ছবি।
হরিনাম গাহিতে গাহিতে
কালকূট বিষ সুধাসম তুলে লব মুখে।

কয়াধু :—বাছারে আমার !

প্রহ্লাদ :—হরিনামে পেয়েছি জীবন,
হরিনামে দিব বিসর্জ্জন।
মাগো ! বল্ হরিবোল, উচ্চকণ্ঠে বল্ হরিবোল।
তোর কণ্ঠে হরিনাম শুনিতে শুনিতে,
এই মুখে হরিনাম বলিতে বলিতে,
হয় যদি অবসান জীবন আমার—

(কাঁদিয়া ফেলিলেন, কয়াধু কাঁদিলেন, কশিপু ক্রন্দন চাপিবার জন্যই বলিলেন)

হিরণ্য :—বিলম্ব অধিক আমি সহিব না রাণি।
শেষ কর পুত্র সনে তব শেষ বাণী।

প্রহ্লাদ :—পিতা! মোর তরে গঞ্জনা দিয়ো না মা'য়
আনো হলাহল, করি আমি পান,
ঘুচে যাক্ প্রাণ, থাক্ তব মান।
চল সেনাপতি! রাজ আজ্ঞা করহ পালন।

(সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রগামী হইলেন; শম্বর পশ্চাতে গেলেন। কয়াধূ আচ্ছন্নের মত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কশিপু অস্ফুটকণ্ঠে কি যেন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, ঠিক বোঝা যায় না, ইষ্টমন্ত্র কি না)

কয়াধূ :—চলে গেল, চলে গেল নিষ্ঠুর তনয়।
সংসারে আসিয়া পেলো না মমতা,
পেলোনাক' স্নেহ ভালোবাসা,
অভিমানে হলাহল নিল গলে তুলে।
তাই ভালো, তাই ভালো হলো!
পিশাচী জননি আমি, নারিলাম রক্ষিতে সন্তানে।

(অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য সহ্য করা কঠিনহৃদয় হিরণ্যকশিপুরও সাধ্যাতীত। বারংবার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণে চিত্ত শান্ত হয় না, দন্তে দন্তে ঘর্ষণে চাঞ্চল্য দূর হয় না, হস্তনিপীড়নে আবেগ যেন বৃদ্ধির পথেই চলে। ক্রন্দন বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন)

হিরণ্য :—স্থির হও, স্থির হও রাণি!
অশ্রুভারে বিকল করো না মোরে।
মৃতদেহ এখনও ত' হেরনি নয়নে;
রোদন কি হেতু তবে?

শ্বাসহীন দেহটিরে বুকে তুলে লয়ে
অজস্র অশ্রুর ধারে সন্তানের করিও তর্পন।
শপথ তোমার, আমি যোগ দিব তাহে।

(নীরব)

আমার প্রাণের বাণী বুঝিছ কি রাণি ?
বুঝিছ কি ... ...
স্নেহভিক্ষা করি পিতৃপদে দাঁড়ালো সন্তান,
প্রতিদান ... ...
শক্তি দাও, শক্তি দাও ইষ্টদেব মম,
শক্তি দাও কে আছ কোথায়,
ক্ষণতরে মমতারে রাখ দূরে দূরে।
তারপর—তারপর—ও হো হো।
রাণি! রাণি!
ফিরাও শম্বরে, ফিরাও শম্বরে।

(টলিতে টলিতে প্রস্থান। কয়াধূ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন, পরে অশ্রু পূরিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন)

কয়াধূ ঃ—নারায়ণ! নারায়ণ!

(এ করুণ দৃশ্যের সমাপ্তি না দিলে দুঃখের ভারে মঞ্চ নামিয়া যাইবে।)

পঞ্চম দৃশ্য

দৃশ্য সংকেত ঃ—বনানী সমাকুল এক পর্ব্বতপৃষ্ঠ। বিরূপাক্ষ ও উপদানবী ধীর পাদবিক্ষেপে অতি সাবধানে আরোহণ করিতেছেন। সহসা উপদানবী বিরূপাক্ষকে থামিতে ইংগিত করিলেন ও অনুচ্চ চাপাকণ্ঠে বলিলেন)

উপ ঃ— এই সেই স্থান।

ঐ যে দেখিছ দূরে পর্ব্বত গহ্বর,

মনে হয়, ওরি মাঝে আবাস তাঁহার।

নির্ভয়ে চলিয়া যাও।

বিরূ ঃ— (সভয় বিস্ময়ে) কী ভীষণ স্থান?

বায়ু স্তব্ধগতি, রুদ্ধ সমীরণ;

ডরে বুঝি পশে না আলোক?

শব্দহীন ছায়াহীন এ কোন্ প্রদেশ?

এর মাঝে বসতি যাহার,

নাহি জানি, কী ভীষণ প্রকৃতি তাহার,

মূর্তি বা কেমন?

উপ ঃ— শুনিয়াছি,

মহাতেজা তপস্বী জনেক নিবসে হেথায়।

সংসারের কোলাহল করি পরিত্যাগ,

স্বভাবনির্মিত এই পর্ব্বত দেউলে অধিষ্ঠান তাঁর।

মহাগুণী, প্রচ্ছন্ন সাধক;

তপস্যা প্রভাবে অহিকুল ভীত সশঙ্কিত,

ভৃত্যসম আজ্ঞাকারী সদা।

ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে যাও তাঁর পাশে।
পূজিয়া চরণ, চেয়ে লবে বিষ কালকূট,
অব্যর্থ, অমোঘ যাহা।
মোর নাম লয়ে
সেই বিষ দিবে রাজ করে ;
বলিবে তাঁহারে, প্রহ্লাদনিধনে এ আমার দান।
যাও।

বিরূ :— যাব মাতা তোমার আজ্ঞায়, হোক্ মৃত্যুমাঝে ;
প্রশ্ন করিব না।
কিন্তু বিস্মিত করিলে মোরে !
এ হেন অজ্ঞাত স্থান, দুর্গম, ভীষণ
জগতে থাকিতে পারে, ছিল না কল্পনা।
নারী তুমি, অন্তঃপুরচারিনি রমণী,
কোথা হতে, কেমনে মা পাইলে সন্ধান ?

উপ :— যে রমণী পতিবিরহিনি, বিধবা জগতে,
প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ জীবনের মূলমন্ত্র যার,
তার পাশে হেন কার্য্য আছে, যাহা অসম্ভব
যাও, সময় বহিয়া যায় ;
বন্দিয়া চরণ নতজানু মাগিবে প্রসাদ ;
চাহিবে এমন বিষ, উগ্র হলাহল,
ভোলানাথ, নীলকণ্ঠ যিনি,
তাঁরও যাহে নাহি অব্যাহতি।
প্রশ্ন যদি করেন সাধক,
বলিও তাঁহারে, যজ্ঞ হেতু মাগিতেছ বিষ

বিরূ :—(সাশ্চর্যে) যজ্ঞ ?

উপ :—মহা যজ্ঞ ইহা। পশ্চাতে বলিব তোমা।

(এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে গীত শ্রুত হইল। উভয়ে চকিত হইলেন। উপদানবী ত্রস্ত হস্তে বিরূপাক্ষকে টানিয়া বলিলেন)

এস অন্তরালে ; ঐ বুঝি আসিছে সাধক !

(উভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী লতাগুল্মের অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন। গীতমুখে হাতে কাঠের করতালি বাজাইতে বাজাইতে এক তপস্বীর প্রবেশ। তিনি আপন মনে গাহিতে লাগিলেন)

ডম্ ডমাডম্ ডম্।
বাজে, ববম্ ববম্ বম্।
চলে, শন্ শনাশন্ শন্।
হেথা জীবন মরণ পণ।

মরণ আসে জীবন সাথে,
করছে খেলা দিবস রাতে,
নেইকো থামা চলার পথে
ঝম্ ঝমাঝম্ ঝম্।
বাজে, ববম্ ববম্ বম্॥

(গাহিতে গাহিতে নিজ গুহাবাসের পানে চলিলেন। অন্তরাল হইতে বিরূপাক্ষ ও উপদানবী বাহিরে আসিলেন)

উপ :—(কণ্ঠ চাপিয়া অতি ব্যগ্র ভাবে)

দেখিলে সাধুরে ?

বিরূ :— দেখিয়াছি মাতা।

চলমান বিদ্যুতের শিখা এক নয়ন ঝলসি গেল,...
দেখিয়াছি মাতা !
দ্বাদশ সূর্য্যের জ্যোতিঃ, অংগেতে মাখিয়া যেন
ঢাকিয়া রেখেছে তারে দেহের গুহায়,
পাছে সৃষ্টি দগ্ধ হয়ে যায়,...
দেখিয়াছি মাতা !

উপ :— ঠিক দেখিয়াছ।
যাও পাছে পাছে, দ্রুত পাদক্ষেপে।
গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বে পথিমধ্যে
পদপ্রান্তে পড় লুটাইয়া।
নহে একবার সাধু যদি প্রবেশেন আপন আলয়ে,
সাধ্য নাই যাও তার ত্রিসীমার পারে।

বিরূ :— এ হেন অদ্ভুত কথা শুনিনি কখনও !
কি রহস্য বল মোরে মাতা ?

উপ :— শুনিয়াছি,
গুহা মুখে অগ্নিগর্ভ জ্বালাভরা
উত্তপ্ত যে নিশ্বাস প্রবহে,
জীবকুল ভস্ম হয় তাহে।
সংখ্যাতীত বিষধর অহি
রক্ষা করে গুহারন্ধ্র পথ।
যাও, আর বিলম্ব করো না।

(বিরূপাক্ষ চলিয়া গেলেন। উপদানবী ব্যাকুল প্রতীক্ষায় চিত্রপুত্তলীবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মঞ্চ ঘুরিল। দেখা গেল, পূর্ব্বোক্ত সাধুটি আপন মনে পূর্ব্বের গীতটি গুণগুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিতেছেন,

পশ্চাতে ছুটিতেছে বিরূপাক্ষ। সহসা কি যেন মনে করিয়া সাধু একস্থানে দাঁড়াইলেন ও পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষের দিকে তাকাইলেন ; তরুবর শির নত করিয়া দিলে সাধু হাত বাড়াইয়া তাহার শাখায় প্রলম্বমান একটি ফল পাড়িয়া লইলেন। শাখাটি উপরে উঠিয়া গেল। সাধু কি ভাবিয়া শাখাটির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ঠিক এমনি সময় বিরূপাক্ষ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া বসিতেই, সাধুর দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরে কঠোরতারই সুর)

তপ :— কে তুমি পতঙ্গ ? কেমনে আসিলে হেথা ?

বিরূ :— প্রভু ! প্রার্থী আমি।

তপ :— কী আছে প্রার্থনা ?

বিরূ :— বিষ।

তপ :— বিষ ?

বিরূ :— কালকূট বিষ মাগি তব পাশে।

তপঃ— হেথা বিষ আছে, কে তোমারে দিয়াছে সন্ধান ?

বিরূ :— প্রশ্ন করিও না দেব।

যথার্থ উত্তর আমি নারিব দানিতে।

শুধু কৃপা কর, এই ভিক্ষা চাই।

আসিয়াছি যাঁহার আদেশে—

তপ :— (বাধা দিয়া) সে কথা এখন থাক্।

অগ্রে বল, কোথা পেলে পথের নির্দেশ ?

বিরূ :— সাধ্য নাই, তাহাও প্রকাশি।

ক্রুদ্ধ হইও না প্রভু !

আমি দাস, মাত্র আজ্ঞাবাহী,

ন্যায় কি অন্যায়, সে বিচারে নহি অধিকারী।

তপ :— হলাহল কি হেতু মাগিছ ?

বিন্ধ :— যজ্ঞ হবে প্রভু।

তপ :— (অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে) যজ্ঞ ?

বিন্ধ :— আমি তাই জানি।

(তপস্বী কিয়ৎক্ষণ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন)

তপ :— ভালো ! যজ্ঞার্থে যদ্যপি মাগো,
নিশ্চয় মিলিবে।
কিন্তু পুর্ব্বে তার, বলিতে হইবে
কিবা যজ্ঞ, কোন্ যজ্ঞ, কোথা যজ্ঞস্থল !
কে লইবে ঋত্বিকের ভার,
কেবা হোতা, কেই বা উদ্গাতা ?
মহাগুহ্য যজ্ঞ ইহা বলিনু তোমারে।
সামান্য আধার, বিন্দুমাত্র সংঘাতে ইহার
চূর্ণ হয়ে যাবে ;
কণামাত্র ক্রুটীর পরশে ঘটিবে প্রলয়।
অতএব সাবধান !

বিন্ধ :— সকলি অদ্ভুত !

তপ :— আমিও তাহাই বলি; সকলি অদ্ভুত।
বিধাতার খেলা·কি খেয়াল, কিছুই বুঝিতে নারি
মনে হয়, নারী কোন নিয়োগ করেছে তোমা।
আত্মা শক্তি জননীর কোন এক বিশেষ বিকাশে
গঠিত যাহার অংগ, হেন নারী কোন ···

(অবগুণ্ঠিতা উপদানবী প্রবেশ করিলেন, বলিলেন !)

উপ ঃ— হে তপস্বী ! লহ দেব প্রণাম আমার,

সত্য কহিয়াছ,

নারীদেহে আমি এক আত্মার প্রকাশ।

(তপস্বী বিস্মিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন ; পরে বিহ্বল ভাবে আদ্যাশক্তির স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ; শুনিতে শুনিতে উপদানবীর গুণ্ঠন খুলিয়া গেল। তিনি ভাবাবেশে মৃন্মূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া ; দেহে এমন একটি জ্যোতিঃর উদয় হইল, যাহা শুধু অনুভবগম্য, বর্ণনার অগমপারের কথা। তপস্বী সত্যই তাঁহার দেহের মধ্য দিয়া আদ্যাশক্তি জননী-মূর্তির দর্শন পাইলেন, দর্শকের সম্মুখে মুহূর্তের জন্যও যদি সে দৃশ্যের অবতারণা সম্ভব হয়, সেরূপ আয়োজন নাটকের রূপদানে সহায়তাই করিবে)

আদ্যা স্তব

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মনঃ পরমাত্মনঃ।

ত্বত্তোজাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে।

মহদ্যাদনু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।

ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে তদধীনমিদং জগৎ ॥

(তপস্বীর সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল ; স্বস্থ হইবার পর বলিলেন)

তপঃ— মাগো !

যজ্ঞ হেতু বিষ, তুমি মাগিয়াছ ?

জানি না তোমারে, দেখিনি জীবনে,

কিন্তু কী যেন বিস্ময় লাগে !

মনে হয়,— থাক্ সেই কথা···
জিজ্ঞাসি জননি, এ কঠিন যজ্ঞকার্যে
বড় প্রয়োজন যোগ্য আধারের।
দেখা কি পেয়েছ তার ?

উপ :— মনে লয় হেন।

তপ :— বড়ই বিরল।
কালের কটাহে চড়ি কল্প হতে কল্প চলে যায়,
বিধির ইচ্ছায় কোন্ এক স্মরণীয় যুগে
হেন যোগ আসে ধরণীতে।
হেন যোগী, এ হেন সাধক··· ···
আজি কি সময় হ'লো ?
ইচ্ছা কি জেগেছে মনে তাঁর ?
কে বুঝিবে তাহা, কে জানিবে তাঁরে ?
সে যে এক, স্বতন্ত্র, স্বাধীন।
অনুরোধ মাতা,
পরিচয় পথে কোন বাধা—

উপ :— ছিল। আর বুঝি রহে না আগল।
মাতা বলি সম্ভাষণ করিয়াছ মোরে,
পরিচয় নিজ হ'তে গড়িয়া উঠেছে
এক নিবিড় সম্পর্কে।
গোপনের স্থান কোথা আর ? বিরূপাক্ষ !
(ইংগিত করিলেন, বিরূপাক্ষ বলিলেন)

বিরূ :— দানব সম্রাট বীর হিরণ্যাক্ষ পত্নী
দেব সম্মুখে তোমার !

(এই কথা শুনিবামাত্র তপস্বীর অদ্ভুত পরিবর্তন। তিনি উন্মাদের মত বলিয়া উঠিলেন)

তপ :— গুরু, গুরু, গুরু !
গুরুপত্নী তুমি মোর।

(উপদানবীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। উপদানবী ও বিরূপাক্ষ উভয়েই বিস্মিত ও স্তম্ভিত)

জননি গো! সন্তানে আশীষ দাও।
কত ভাগ্য, হেরিলাম শ্রীচরণ আজি।
দেখাইল ঐ রূপ যে দুটি নয়ন,
ইচ্ছা করে, সে আমার নয়ন দুটিরে
পূজা করি আমি।
আহা হা! নয়ন যাহার নাই,
কিছু নাই, কিছু নাই তার।

উপ :— বিস্মিত করিলে মোরে; তিনি গুরু তব ?

তপ :— কেহ নাহি জানে।
শুনাইব ইতিহাস মাতা যদি আজ্ঞা কর।

উপ :— বল বৎস! শুনিতে উৎসুক বড়।

তপ :— গত বহুদিন! সংসারের সহস্র আঘাত,
তীব্রতম বেদনার ভার, অসাড় করিল যবে,
জীবনের অসারতা বুঝিয়া সেদিন,
পথের নেশায় মাতা বাহিরিনু পথে ;
গত বহুদিন!…
তারপর, উদ্‌ভ্রান্ত অধীর রূপে
উন্মাদ ভ্রমণ, বৃথা পর্য্যটন, কতদিন ধরে ;
জীবনের আর এক পর্য্যায়।…

শেষে এই স্থানে,
আজ যেথা মাতাপুত্রে মিলেছি দুজনে,
ঠিক এই স্থানে পাইলাম পথের সন্ধান,
পথ চলা হলো অবসান।
নবজন্ম লভি হেরিলাম জ্যোতিঃর জগৎ,
শুনিলাম শান্তির সংগীত।

উপ :— বিচিত্র জীবন তব !

তপ :— "সবই যে তাঁহার চিত্র,
সকলের চিত্ত লয়ে—
সেই এক অদৃশ্য শকতি,
পুঞ্জীভূত আলোকের রাশি
জ্বলে, নেভে আপনার আনন্দ বিলাসে,—
আমার সকল সত্ত্বা, সকল চেতনা
তাঁহারই রচনা"··· ···
বেদমন্ত্র হতে বহুগুণ শক্তিশালী
সেই কথা শুনিনু প্রথম।
জীবনে প্রথম যাঁর পদতলে লুটাইনু শির,
তিনি গুরু মোর, তিনি স্বামী তব।

উপ :— তাঁহার সাধন কথা বলিতেন মোরে,
হেথাকার কথা তাঁরই পাশে শুনেছিনু আমি।
তবে বড়ই বিস্ময় জাগে—

তপ :— বল মা জননি। এ জগতে সকলই বিস্ময়।
বিস্ময় তাঁহার রূপ, বিস্ময় তাঁহার গুণ,
বিস্ময় তাঁহার রস।
যার মাঝে বিস্ময়ের জাগে অনুভূতি,

বিশ্বের সমগ্র রূপ ধরা দেয় নয়নে তাহার।

উপঃ— অরণ্যানী ভরা এই দুর্গম পর্ব্বত প্রান্ত
অতিমাত্র প্রিয় ছিল তাঁর।
কতবার বলিতেন মোরে,
'একদিন ল'য়ে যাব তোমা,
দেখাইব পরম যোগীরে, গুরুকল্প তিনি মোর'।

(সাধু মহাসম্মানে শিরোপরি হস্ত তুলিয়া বলিলেন)

ভূপ :— গুরু-গুরু,-গুরু!
আদর করিয়া মোরে করিতেন গুরু সম্ভাষণ।
কিন্তু আমি জানি· গুরু, গুরু তিনি মোর।
থাক্ সেই কথা, —ও বড় কঠিন ঠাঁই,
যেখানেতে গুরু শিষ্যে কোন ভেদ নাই।
বল ত' জননি! মহাবিষ কেন চাহ তুমি?

উপ :— একদিন, ···গভীর রজনী।
নিদ্রাভঙ্গে সহসা ডাকিয়া মোরে বলিলেন তিনি,
"শোন রাণি! যদি কভু আসে হেন দিন,
আমারে দেখিতে নাহি পাও,
যেদিকে তাকাও, শুধু পরাজয়,
জয় আশা যেন চিরতরে বিচ্ছিন্ন তোমাতে,—
তুমি জান মোর গোপন সে সাধনার স্থান;
সেথা গিয়ে গুরু সন্নিধানে মোর
হলাহল লইবে মাগিয়া;
উগ্রবিষ শত্রু পরে করিবে প্রয়োগ।
পরশে তাহার মহাবিষ অমৃতের রূপ যদি ধরে,
জানিহ নিশ্চয় শত্রুরূপে সত্যের প্রকাশ সেথা।

সত্যরূপী তিনি। তাঁর পাশে পরাজয়,
গৌরব তোমার, গৌরব আমার।
অসংকোচে 'জয়' দিয়া তাঁরে··· ···
কে? কে? 'জয়' নাম কে ধ্বনিল কানে?
তুমি? কে তুমি রমণি?"
আমাকেই সম্বোধন করিছেন তিনি,
দৃষ্টি ভিন্নদিকে।
নির্ব্বাক নিস্পন্দ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি,
সাধ্য নাই কোন কথা শুধাই তাঁহারে।
সেই একদিন··· ···

তপ :— তারপর, তারপর মাতা!

উপ :— তারপর আরও অদ্ভুত।
আমার অস্তিত্ব কথা মনে নাই তাঁর।
শয্যায় শয়ন করি
সেইক্ষণে লভিলেন সুপ্তির আশ্রয়।

তপ :— বুঝেছি জননি, সমাধির রূপ ইহা এক।

উপ :— সমাধির রূপ?

তপ :— ধ্যানের গভীর তলে ভবিষ্যের ছবি দরশন
কখনও কখনও হয়।
বাহিরেতে বাণীরূপে প্রকাশ তাহার,
হয়ত' বা হয়! কে করে নিশ্চয়?
সে কথা এখন নয়,
জিজ্ঞাসি জননী, শত্রু হেন দিয়েছে কি হানা?
অথবা তাই বা জিজ্ঞাসা কেন?
বিষ লাগি আসিয়াছ যবে, প্রশ্ন কেন আর?

এই লও ফল, শত্রুমুখে নির্ভয়ে তুলিয়া দাও,
যজ্ঞ ফল লভুক তোমাতে।

(তপস্বী হস্তস্থিত ফলটি লইয়া কিয়ৎক্ষণ ধ্যানের ভংগীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন ও সর্পের ন্যায় 'হিস্ হিস্' শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ ফলে একটি কামড় দিয়া চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেই বলিতে লাগিলেন, স্বরে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য)

বাসুকি নিঃশ্বাসমাখা, তীব্রজ্বালাভরা
ধর এই ফল।

(উপদানবীর ইংগিতে বিরূপাক্ষ কম্পিত হস্ত পাতিলেন। ফলটি তাহার হাতে পড়িল, সাধু নিমীলিত নেত্রেই বলিয়া চলিলেন)

জিহ্বাতে পরশমাত্র জীবনের হবে অবসান।
নিস্কৃতির কোন পথ নাই।
স্থির রহে বাসুকি দংশনে,
হেন শক্তি জগতে দুর্লভ।
যাও! মা বাসুকি উদ্‌গ্রীব আকুল আজি
হেরিতে সে সাধক প্রবরে,
যে তাঁহারে সুধা সম অংগেতে মাখিতে পারে।
যাও, চলে যাও সম্মুখ হইতে!
শীঘ্র যাও, নহে ভষ্ম হয়ে যাবে।

(উপদানবী ও বিরূপাক্ষ সহসা সাধুর এই ভাবপরিবর্ত্তনে বিস্মিত ও ভীত হইয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন, পরে যেন পলাইয়া প্রাণরক্ষাই শ্রেয় বিবেচনায় দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।)

সাধু সেই একই ভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন ও ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আপন মনে বলিলেন)

সকলই অদ্ভুত !
শেষ কোথা নাহিক' ইহার !
শেষে কিনা নাগ রাজ্যে ?
হা ! হা ! হা !
আর কত রাজ্য আছে তব
বলত' অনন্ত দেব ?

(ধীরে ধীরে স্বীয় গুহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, পর্দা পড়িয়া গেল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(দৃশ্য সংকেত ঃ—শুক্রাচার্যের আশ্রম। একটি কুটিরের সম্মুখস্থ বারান্দায় একখানি ব্যাঘ্রচর্মের উপর বসিয়া আছেন আচার্যদেব, পদতলে হিরণ্যকশিপু, তাঁহার অতি সাধারণ বেশভূষা)

হিরণ্য ঃ—বড় শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত

আমি দেব মর্মের সংগ্রামে।

তৃষিত আগ্রহে ব্যাকুল হৃদয় মোর,

তোমারে চাহিতেছিল অতি সংগোপনে।

হে গুরু! দেখাও আমারে পথ,

কর্ত্তব্যের দাও হে নির্দ্দেশ ;

পথহারা দিশাহারা আমি চলিতে চলিতে।

শুক্র ঃ— কেন বৎস উতলা এমন ?

মহা ভাগ্যবান তুমি, ত্রিলোক ঈশ্বর,

সুরাসুর যক্ষরক্ষ আদি যত সৃষ্ট জীব

হতমান প্রভাবে তোমার—

হিরণ্য ঃ—প্রভু! হিরণ্যাক্ষ—

শুক্র ঃ— জানি বৎস ; শুনিয়াছি সব।

সাঙ্গ করি তীর্থ পর্য্যটন, কল্যই ফিরেছি আমি,

তোমার বারতা সর্ব্বাগ্রে জেনেছি।

মরিয়াছে হিরণ্যাক্ষ, প্রাক্তন তাহার ;

তার তরে শোক কিবা ?

জ্ঞানী তুমি, সর্ব্বশাস্ত্রে পূর্ণ অধিকার—

হিরণ্য ঃ—প্রভু! মৃত্যুতে কাতর নহি আমি।

ত্রিভুবন জয়ী শূরে বধিল বরাহ,
তাহাও সহিতে পারি ;
কিন্তু বলে কিনা, বরাহের রূপ ধরি
বধিয়াছে তারে বিষ্ণু নারায়ণ ?
অশ্রদ্ধেয় হেন কথা কেমনে সহিব দেব ?
আমি জানি, পূজা করি,
শিখিয়াছি তোমারি সকাশে গুরু,
নারায়ণ নিষ্ক্রিয় সতত, নিষ্কাম, নির্গুণ ।
এক মুখে ক্রিয়াহীন; অন্য মুখে ক্রিয়াশীল ..
হেন যুক্তি কোনমতে মনে নাহি লয় ।
সন্দেহ ঘুচাও প্রভু ! তত্ত্বদর্শী তুমি,
সৃষ্টিতত্ত্ব একমাত্র তোমাতে বিদিত ।

শুক্র ঃ— বিষম সমস্যা বৎস ।
উত্তর ইহার একমাত্র হৃদয়ে তোমার ।
হেন গুরু উপদেষ্টা জন্মে নাই আজও,
তর্কের প্রভাবে কিম্বা বুদ্ধির বিচারে
ঈশভাব করে সমাধান ।

হিরণ্য ঃ—সন্দেহের বশে ছুটিলাম সুদূর মন্দরে ।
করিলাম পণ, যত দিন না পাই সন্ধান,
হরিগুণ গান ধরা হতে করিব বিলোপ ।
তপের প্রভাবে প্রায় অমরত্ব করিয়া অর্জন
ফিরিলাম গৃহে ।
নিষ্ঠুর প্রহার এলো সংকল্পে আমার,
অযাচিত, অপ্রার্থিত, অসম্ভব রূপে ।

শুক্র ঃ— অদ্ভুত ঘটনা !

হিরণ্য ঃ—শুধু কি অদ্ভুত ? অচিন্ত্য কাহিনী !
পুত্রমুখে শুনিলাম হরিনামধ্বনি। বুঝিলাম,
প্রতিদ্বন্দী মোর আমা হতে চতুর কুশলী ;
অজ্ঞাতে আমার পুত্র অস্ত্রে বধিয়া গিয়াছে মোরে
কিন্তু দাম্ভিক দানব আমি,
কাতর না হই কভু সামান্য প্রহারে।

শুক্র ঃ— শুনিয়াছি বীর, প্রহ্লাদের কথা।

হিরণ্য ঃ—সেই সে প্রহ্লাদ, সুকুমার শিশু,
'পিতা' বলি আসিল সম্মুখে ;
পুলকে অবশ তনু, বুকে তুলে নিনু।
আশ্চর্য হে গুরু, হরিনামে দংশিল বালক।
মিষ্ট বাণী, কঠোর ভৎর্সনা, নিষ্ঠুর তাড়না,
সব ব্যর্থ হলো, ক্ষুদ্র এক বালকের পাশে ?
বলে, হরি সখা তার—

শুক্র ঃ— বিস্মিত করিলে মোরে অপূর্ব্ব সংবাদে ?

হিরণ্য ঃ—বিস্ময় বিস্মিত হয় শুনিলে সে কথা !
ঘাতকের খড়্গমুখে দিলাম বালকে,
বিভীষিকা হেরিল ঘাতক,
খড়্গ তার চূর্ণ হলো শিশুকণ্ঠে লাগি।
মহাকায় উন্মত্ত বারণ পৃষ্ঠে লয়ে নাচিল আনন্দে।
সুধাধারা মত হলাহল করিল আস্বাদ।

শুক্র ঃ— (মহা আগ্রহভরে) কোথায় প্রহ্লাদ ?
একবার দেখিব তাহারে।

হিরণ্য ঃ—হয়ত' বা ঐ পরপারে,

অগ্নি যদি নাহি ভুলে স্বকার্য আপন।

শুক্র :— (বিস্মিত হইয়া) সে কি ?

হিরণ্য :—দানবের অভিমান, দানব গৌরব
পরাজিত করিবে বালক ?
একমাত্র অস্ত্র তার হরিনাম গান, দুর্ভেদ্য কবচ,
দেখি সর্ব্বভুক পারে কিনা দহিতে সে বাণ ?

(অদূরে কুটীর বাহিরে সঙ্গীত শ্রুত হইল। কশিপু উৎকর্ণ হইয়া বলিলেন)

কণ্ঠস্বর পরিচিত মোর, শুনিয়াছি মন্দর কন্দরে !
কে আছ ওখানে ?

(জনৈক আশ্রমবাসীর প্রবেশ)

ঐ যে গাহিছে গান, জনেক বিদেশী,
সমাদরে লয়ে এসো হেথা।

(আশ্রমবাসীর প্রস্থান। বাহিরে তখন গীত চলিতেছে, উভয়ে শুনিতেছেন ; শুনিতে শুনিতে কশিপু বলিলেন—গীতের মধ্যেই কোন এক অবসরে)

অরুণ রেখা হৃদয় মাঝে ফুটবে কবে ভাই ?
মনের আঁধার ঘুচে যাবে তাই ভাবি সদাই।
মান অভিমান দূরে যাবে
প্রেমের পরশমণি পাবে
শরণ নিয়ে ধন্য হবে তাঁহার রাঙা পায় ॥

প্রভু !
নীরব সাধক এক, প্রচ্ছন্ন, গম্ভীর,
আনমনে গাহিত সঙ্গীত ;

বিমোহিত চিত শুনিতাম অপার আনন্দে।

(গীত কণ্ঠেই সাধুর প্রবেশ। গীতান্তে কশিপু মহা আগ্রহে ও সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন)

এস, এস মহাত্মন্!
বহু ভাগ্য রেখেছ স্মরণে।
কৃতার্থ এ দাস, পবিত্র এ দেশ

সাধু :— নমস্কার করি হে রাজন্!
আসিলাম হেরিতে তোমারে।

হিরণ্য :—বহু পুণ্যবলে—

সাধু:— (বাধা দিয়া) নহে পুণ্যবলে, কার্য্যস্রোতে।
হয়ত' বা বিধির ইচ্ছায়, হয়ত' বা···

(ঋষিমূর্ত্তি শুক্রাচার্য্যকে দেখিয়া কশিপুকে প্রশ্ন করিলেন)

সম্মুখে আমার?

হিরণ্য :— আচার্য্য ভার্গব, গুরুদেব মোর।

সাধু :— প্রণতি, প্রণতি দেব!

শুক্র :— প্রণাম হে যতিবর।

(উভয়ে নমস্কার প্রতিনমস্কার করিলেন)

সাধু :— উদাসীন, ফিরি ইচ্ছামত।
হলো সাধ, দৈত্যরাজে হেরিতে বারেক।
কৌতুহল জাগিল হৃদয়ে.
অটুট সংকল্প ভরা শক্তি একদিকে,
বিঘ্ননাশী বিষ্ণুমায়া খেলে অন্যদিকে,
এ দুয়ের সমন্বয়, অপূর্ব্ব বিস্ময়,
কি কৌশলে হবে সমাধান।

শুক্র :— সাধু, সাধু হে মহান্! সুন্দর বিচার-ভব।

জগতের কার্য্যাকার্য্য যত,
দেখিতে যে পারে এই মত, সুখী সেইজন !
শান্তির পিধানে সদা শয়ন তাহার।
ক্রোধ নাই, লোভ নাই, হিংসা নাই
নাইক' বিদ্বেষ।
বড় তৃপ্তি দর্শনে তোমার।

সাধু :— বল মহাত্মন, ক্রোধ কোথা পাব ?
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পরে,
হেরিয়াছি কত শত তপস্বী পুঙ্গব,...
ঋষিমূর্ত্তি হেরিনু তোমার...
দৃপ্ত তেজে দানব ধরিতে চায় সুমহান্ প্রেমে,...
কারে ? কেহ নাহি জানে। ...
আমি নিজে, উদাসীন বেশে ফিরি দেশে দেশে
নাহি জানি কাহার উদ্দেশে। ...
বিচারের নাহি যে সময়,
বিবাদের নাহি অবসর।
চলিয়াছি বিধির বিধানে,
কিম্বা হবে প্রকৃতি নিয়মে ;
এ চলার নাহি অবসান।
দোষ যদি দিতে হয় কা'রে,
ক্রোধ যদি ওঠে মনোমাঝে,
হিংসা যদি বসে মর্ম্মস্থলে,
সব বিষ ঢেলে দিব চরণে তাঁহার
যিনি নিদান ইহার।

হিরণ্য :— হে সাধক !

আমি বলি, জড়ের লক্ষণ ইহা।
নিদারুণ শেল বক্ষের মাঝারে
করে যবে নিষ্ঠুর প্রহার,
সে ব্যথার জ্বালা সহি হাসিমুখে, জয় দিব তাঁর ?
দুর্বলতা !
দুর্বল মস্তিষ্কের শূন্যগর্ভ অসার কল্পনা।
সবই যদি তাঁর ইচ্ছাধীনে, কার্য কোথা মোর ?
বৃথা তবে শক্তির সাধনা ?
বৃথা তবে ভক্তির ভাবনা ?
বৃথা তবে প্রেমের প্রেরণা ?
সৃষ্টির প্রবাহ,
থেমে যাবে শুধু এক অনর্থক উন্মাদ নর্ত্তনে।

সাধু :— ক্ষুদ্র জীব !
সৃষ্টির প্রবাহ নহে এমন ভঙ্গুর, এতই সরল,
ক্ষুদ্র বুদ্ধি, অন্ধ শক্তি দিয়ে
পরিমাণ করিবে তাহার।

(কোলাহল করিতে করিতে দ্রুতবেগে শম্বর, নমুচি প্রভৃতি সেনানীগণের প্রবেশ। ভয়, বিস্ময়, হতাশা প্রভৃতি নানাভাবে ভাবিত সকলে, হিরণ্যকশিপু তাহাদের এতদবস্থায় দেখিয়া অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন)

হিরণ্য :—উন্মত্ত কি হয়েছ শম্বর ?
পঙ্গপাল প্রায় সেনাদল লয়ে,
কোথা হতে আসিলে হেথায় ?
কেন বা আসিলে ?

শম্বর :—(হাঁফাইতে হাঁফাইতে) প্রভু ! অদ্ভুত—

হিরণ্য :—হাঁ হাঁ, জানি আমি।
দানবের দর্প ভেদ করি,
ফুটিয়াছে অদ্ভুত 'অদ্ভুত এক'।
অস্ত্র নাই অদ্ভুতের বক্ষে প্রহারিতে ?
ধিক্ ধিক্ সবে !
এই সৈন্য, এই সেনাপতি মোর !
গুরুদেব ! রাজ্যে মোর নাহি প্রয়োজন ;
অক্ষম, দুর্ব্বল আমি।

শুক্র :— কেন বৎস বিচলিত এত ?
শান্ত হও, শান্ত হও।

(শম্বরের দিকে ফিরিয়া স্নিগ্ধস্বরে আচার্য্য বলিলেন)

শম্বর !

শম্বর :— অদ্ভুত ঘটনা প্রভু !
লেলিহান ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে অগ্নিশিখা,
মহাধূম উঠে অনম্বরে ;
নয়ন ঝলসি যায় তীব্রতম আলোক সম্পাতে।
ক্ষুদ্র শিশু হাসিমুখে নমিল বহ্নিরে।
কত তারে বুঝানু কাতরে ;…
বলে, বহ্নি নয়, বহ্নি নয় ;
বাহু মেলি হরি তারে ডাকেন আদরে।
অকাতরে ঝাঁপ দিল কুণ্ডের ভিতরে।

শুক্র :— (শিহরিয়া) সর্ব্বনাশ ! তারপর ?

হিরণ্য :—(সোল্লাসে) তবে ? এতদিনে মরিল প্রহ্লাদ ?
সঙ্গে সঙ্গে তার হরিনাম…অরিনাম গান !
ওহো ! আনন্দ অপার !

ধন্য তুমি, ধন্য হে শম্বর !
কাতর কি হেতু ? মরিয়াছে দানবের অরি।

শম্বর :— কিন্তু কোথা হতে ওঠে ওই ধ্বনি হরি হরি ?
ভাবিলাম ভ্রম, শ্রবণে বিভ্রম মোর,
চাহিনু পশ্চাতে !...
দেখি নাই, দেখিব না, যে দৃশ্য হেরিনু।

(সকলেই শ্রবণের আগ্রহে নিস্তব্ধ, শম্বর বলিলেন)

উপহাস করোনা দাসেরে। সাক্ষী কোটিজন ;
কোথা বহ্নি ? কোথা তার জ্বালা ?
মহানন্দে প্রহ্লাদ করিছে সেথা খেলা।
হাঁ, জীবন্ত প্রহ্লাদ ...
বৈশ্বানর পরশ লভিয়া,
কিশোর গৌর তনু জ্যোতির্ময় যেন।
ভাবাবেশে মণ্ডিত বদনে মুহুর্মুহু করে হরিনাম।
সহস্র দর্শক, কেহ বা ইচ্ছায়, কেহ অনিচ্ছায়
মহারোলে হরিনাম গাহিয়া উঠিল।

হিরণ্য :—ওঃ ! মর্মঘাতী পরাজয়।
পুনরায়, পুনরায়—

শম্বর :— ছিল এ প্রতিজ্ঞা দৈত্যরাজে জয় দিব আনি
বধিয়া বালকরূপী দানবের রিপু।
রক্ষিতে যে পণ, দানবের মান,
আজ্ঞা দিনু, বৃহৎ পাষাণ খণ্ড
শিশু বক্ষে চাপাইতে বেগে ;
যতক্ষণ, যতক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে তার—

হিরণ্য :—(সোল্লাসে) সাধু, সাধু দৈত্যবীর !

পরম সন্তুষ্ট আমি কৌশলে তোমার।
নিষ্পেষিত মৃতদেহ তার,
নগরের চারিদিকে দেখাও সকলে ;
বজ্রকণ্ঠে করহ প্রচার, হরিনামে এই পরিণাম।

শম্বর :— বৃহৎ সে পাষাণ ফলক,
মহাকায় ভূধরের প্রায়,
সহস্র দানব রাখিতে পারে না ভার,
শিশুবক্ষে করিল প্রহার।
আঁধার, আঁধার চারিধার।...
সূর্য্যের আলোক সহসা গ্রাসিল কিবা রাহু ?
নহে মিথ্যা ! সত্য, সত্য, সত্য !
ত্রিসত্য করিলাম আশ্রম ভিতরে।
নহেক' কল্পনা, আঁখির বিভ্রম নয়,
বৃহৎ ভূধর উড়ে শূণ্যদেশে,
ঢাকিয়াছে সূর্যরশ্মিজাল।

(হিরণ্যকশিপু স্থির হইয়া শুনিলেন, পরে কিয়ৎক্ষণ উন্মত্তবৎ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন)

হিরণ্য :—বৃহৎ ভূধর উড়ে শূণ্যদেশে !
শূণ্য দেশে...শূণ্য...

(সহসা সাধুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন)

হে উদাসী ! বহুশ্রমে আসিয়াছ হেরিতে বিস্ময়,
হতাশ না করিব তোমারে।
শুনিয়াছ, বৃহৎ ভুধর উড়ে শূণ্য দেশে,
তীক্ষ্ণ বাণ দেখ নাই খান খান করিতে তাহারে !
এস এস, যদি ইচ্ছা থাকে,

হেরিতে সে অপূর্ব্ব কৌতুক।

(উন্মত্তবৎ টলিতে টলিতে প্রস্থান। শম্বর, নমুচি প্রভৃতি সেনানীগণ পশ্চাদনুসরণ করিলেন। রহিলেন শুধু আচার্যদেব ও সাধু। সকলে চলিয়া যাইবার কিছু পরে সাধু বলিলেন)

সাধু :— নাহি জানি, কী অপূর্ব্ব প্রেমের বিকাশে
অভিলাষ করেন শ্রীহরি ?
দুর্জ্জয় দানব, রোষভরে ছুটিয়াছে সত্যের সন্ধানে।

শুক্র :— (মহাবিরক্তি ভরে) সত্যের সন্ধানে ?
তার চেয়ে বল, ছুটে ধ্বংসের গহ্বরে !
হেন দর্প ? হেন অভিমান ? হেন ?...

সাধু :— ভকতের অভিমান, চিরদিন,
চিরকাল অন্ধতায় ভরা, হেন ভয়ংকর।
মর্ম যবে সন্দেহেতে উঠে ব্যাকুলিয়া,
হৃদি যবে সত্যেরে জানিতে চায় নিজ শক্তিবলে,
সাধ্য নাই জীব তার করে প্রতিরোধ।

শুক্র :— কি কহ সাধক ?
সর্ব্বশাস্ত্র শিখায়েছি তারে,
খুলে দিছি জ্ঞানের ভাণ্ডার !

সাধু :— শাস্ত্র মূক সেথা, জ্ঞান হতবাক্।
আমি দেখিয়াছি দেব, এক চিত্তে সাধনা তাহার
মুগ্ধনেত্রে হেরিয়াছি,
প্রেমের অপূর্ব্ব ছবি নয়নে তাহার।

কামভস্মকারী রুদ্র কোপশিখা,
এক চক্ষে জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্,—
অন্য চক্ষে অবিরাম প্রেমের নির্ঝর ;
গোমুখী বিদারি যেন,
জাহ্নবীর পূতধারা ঝরে নিরন্তর।
এক হস্তে তার বিশ্বদীর্ণকারী উল্কামুখী শেল,
অন্য হস্তে জবা বিল্বদল চন্দনে চর্চ্চিত।
চরিত্র তাহার নীলাম্বুধি সমুদ্রের প্রায়,
উপরে তরঙ্গরাজি গরজে গভীর,
কিন্তু হৃদিতলে তার অমূল্য রতন,
উজ্জ্বল বরণ, স্বরগের সুষমামণ্ডিত।
ধন্য তুমি দেব! হেন শিষ্য গৌরব তোমার।

শুক্র :— নৃশংস এ অত্যাচার, অনাচার যত ...

সাধু :— হে ধীমান্!
বাহিরের আচরণে মুগ্ধ হয়, অজ্ঞান যে জন।
ভাবাতীত ভাবময় যিনি, ভাবমাত্র করেন গ্রহণ
কার্য্যের বিচার হয় একমাত্র ভাবের নিকষে ;
এ কথাত' অবিদিত নহে তব পাশে
বিস্মৃত কি হেতু দেব?

শুক্র :— ধন্য তুমি সাধক প্রবর! ধন্য তব দৃষ্টির মহিমা
বহু ভাগ্য, হেন বন্ধু পাইনু তোমারে।
সাধনার শ্রেষ্ঠফল যাহা,—অহং বর্জ্জন,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি,—সর্ব্ব রূপে তাঁহারে দর্শন,
অবিচ্ছেদে স্মরণ তাঁহার,...
সত্য সত্য লভিয়াছ তুমি।

কি বলিব তোমা ? দাও দাও আলিঙ্গনে ।

(উভয়ে আনন্দে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন)

আঃ ! কৃতার্থ জীবন মোর !

(আলিঙ্গনমুক্ত উভয়ে পৃথক পৃথক আসনে বসিলেন । সাধু একটি গান ধরিলেন । শুনিতে শুনিতে আচার্য্যের চক্ষু মুদিয়া গেল ; তিনি সেই সঙ্গীত সুধা আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলেন)

ছুটে যা, ওরে ছুটে যা ।
তারে ধর্‌বি যদি আপনহারা ছুটে যা ।
বুকের মাঝে ধর্‌তে যদি
সাধ হয় মনে নিরবধি,
ছুটে যা'রে ক্ষ্যাপা পাগল,
খুলে দে রে মনের আগল,
হাওয়ার আগে হা হা ক'রে ছুটে যা ॥
লুকোচুরি বুড়ির খেলা
করিস্‌নে ভাই তারে হেলা,
সকল খেলার যেথায় মেলা,
মিলেছে মিল পেতে হবে, ছুটে যা ।
ছুট্‌তে গিয়ে উছট খেয়ে পড়বিরে তুই বারে বারে
আবার উঠে আবার পড়ে ছুটে যারে ছুটে যা ॥

(সংগীত চলিতে থাকাকালীনই ধীরে ধীরে দৃশ্যের পরিসমাপ্তি)

সপ্তম দৃশ্য

দৃশ্য সংকেত :—দানবপুরী মাঝে হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ-সংলগ্ন এক শিব মন্দির। ভিতরে স্থির মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন কয়াধু; সম্মুখে তাঁহার শংকরের লিংগমূর্তি। সহসা শোনা গেল কয়াধুর বুকফাটা আর্তনাদ; স্বরে তেমন তীব্রতা নাই, তবে ভাবের ভারে যে বাণী বাহির হইতেছে, তাহা অতি ধীর, মন্থর।

কয়াধু :—মহেশ্বর! হে দেব শংকর!

আর কতদিন প্রভু?
মরেছে প্রহ্লাদ,
এখনও কি জীবনের আছে প্রয়োজন?
এইবার টেনে লও প্রভু,
পাদপ্রান্তে স্থান দাও দাসীরে তোমার।
সহিতে পারি না জ্বালা আর।
শান্তি দাও প্রভু,
তুলে দাও মরণের কোলে।

(কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন)

নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!
দাসীরে ভুলেছ, খেদ নাহি করি,
কিন্তু কেমনে ভুলিলে প্রভু সন্তানে আমার,
সন্তানে তোমার? প্রহ্লাদ আমার
এ জীবনে জানিত না তোমা বই কিছু;
চিরদিন কেঁদে গেল শুধু?

তব নাম ধরি নিশিদিন কাঁদিত অঝোর,
কোন দিন কোন বাধা মানিল না শিশু ;
কোন মতে নাম না ছাড়িল ;
রক্ষিতে নারিলে তারে দানবের কবল হইতে ?
এই তবে পরিণাম ভক্তের তোমার ?
এই তব বিধি ?

(কাঁদিতে লাগিলেন। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিলেন উপদানবী। কয়াধূ তাঁহার উপস্থিতি জানিতেই পারিলেন না, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন)

যা করেছ তুমি, জানিতে চাহিনা আমি।
তবে এই কথা জানাই তোমারে,—
আমারে টানিয়া লও, আমারে মিলাও প্রভু
প্রহ্লাদের পাশে।

(কাঁদিতে কাঁদিতে মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন। উপদানবী অতি স্নেহভরে তাঁহার অংগস্পর্শ করিয়া ডাকিলেন, "ভগিনী" বলিয়া। কয়াধূ শূণ্য প্রেক্ষণে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, উপদানবী বলিলেন)

উপ :— ভগিনী ! মোছ আঁখিজল।
প্রহ্লাদ তোমার,
এখনই আসিবে হেথা বন্দিতে চরণ তব।
এইমাত্র দেখিয়াছি তারে।
ভক্ত সঙ্গে নাচিতে নাচিতে,
হরিনাম গাহিতে গাহিতে,
আসিছে সে গৃহপানে ফিরে।

(কয়াধু শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছিলেন, পরে অবিশ্বাস আসিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন)

কয়াধুঃ— পরিহাস করোনা ভগিনী।
আমি জানি, তৃপ্ত তুমি মরণে তাহার!
তাই বলি, জননীরে উপহাস, এ হেন সময়,
সাজে কি তোমারে? তুমি যে রমণী?
রমণীয়, নমণীয়, কমণীয় হৃদয় তোমার?
হতে পারে জর্জ্জরিতা তুমি পতির বিয়োগে,
প্রতিহিংসা বিষে পরিপূরিতা অন্তর;
তবু বলি, প্রহ্লাদের দ্বেষ করিও না!
তার দোষ, সে তোমার স্বামীহন্তা নামগান করে!

উপ:— দিদি!
প্রহ্লাদ তোমার যার নাম ধরে,
তিনি অখিলের স্বামী, আমার স্বামীরও স্বামী!
দেখিছ না, দানবের সহস্র তাড়না
ব্যর্থ হলো নামের প্রভাবে!
অব্যর্থ প্রহ্লাদ মুখে হরিনাম গান।
অমর প্রহ্লাদ, আমাদের সোনার প্রহ্লাদ!

(কয়াধু ক্ষণকালের জন্য দারুণ পুত্র শোক বিস্মৃত হইয়া বিস্ময়ে উপদানবীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন)

কয়াধু:—কি কহিছ তুমি?
এ ভাষা ত' নহে দানবীর?
তোমার কণ্ঠেতে আজ একি ধ্বনি শুনি?
বিশ্বাসের বাণী যেন ফুটে তব মুখে?

তবে কি, তবে কি প্রহ্লাদ মোর—

উপ :— এখনই আসিবে হেথা।

আমারে বিশ্বাস কর ভাই, প্রহ্লাদ মরেনি ;

মরিতে পারে না সে, মরিতে জানে না সে ;

সে যে মরিয়াছে হরিনাম রসে।

সে যে হরি হয়ে গেছে !

হরি কি মরিতে পারে ?

(বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন)

কয়াধু :— কাঁদ তুমি হরিনাম ধরে ?

একি এ অদ্ভুত !

উপ :— সকলই অদ্ভুত দেবি !

নহে দানবের ঘরে, দানব ঔরসে, জন্ম নেয়

হরিভক্ত ছেলে, আমাদের প্রহ্লাদের মত !

কয়াধু :— সত্য কহিতেছ,

হেরিলে তাহারে তুমি ; আসিছে এদিকে ?

স্তোক নহে ?

আমি ভাগ্যহীনা, গৃহশীর্ষে দাঁড়াইয়া দেখিনু,

কঠিন রজ্জুর পাশে বদ্ধ হস্তপদ,

গলেতে বৃহৎ শিলা,

প্রহ্লাদেরে লয়ে গেছে উচ্চ গিরিচূড়ে ;

নিম্নে তার দেখিয়াছ, নিরন্তর গর্জ্জিছে জলধি,

উত্তাল সমুদ্র যেন সমগ্র সৃষ্টিরে লয়ে

গ্রাসিবারে চাহিতেছে নিজ গর্ভ মাঝে।

দূর হতে দেখিনু বালকে, নিস্পন্দ, নীরব ;

সহস্র দানব পশ্চাতে তাহার,

ইংগিতের আছে অপেক্ষায়,
কখন ঠেলিয়া দিবে মরণোর্ম্মি মাঝে।...
দেখিতে নারিনু আর,
মূর্চ্ছা আসি ঢেকে দিল নয়নের দ্বার।
তারপর, কিছু নাহি জানি।

উপ :— তারপর আমি জানি দেবি।
পৈশাচিক উল্লাসে মাতিয়া,
সেই সব দানবে মিলিয়া
প্রহ্লাদে ঠেলিয়া দিল সাগরের বুকে।

(দৃশ্যটির ভীষণতার কল্পনায় ও উপদানবীর স্থিরস্বরে বলিবার ভঙ্গিমায় কয়াধূ আর্ত চীৎকারে বলিয়া উঠিলেন)

কয়াধূ ঃ—উঃ! নারায়ণ! নারায়ণ!
আর কেন প্রভু?

(শোকভারে নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উপদানবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কণ্ঠে নিদারুণ বেদনার সুর)

তারপর, তুমি এলে, মিথ্যার প্রলেপ মাখা
সান্তনার জ্বালা দিতে পুত্রহারা জননীর বুকে?
তুমি কি পাষাণি?

(দূর হইতে সংগীত ধ্বনির ন্যায় এক শব্দ ভাসিয়া আসিল, অতি অস্পষ্ট! উপদানবী উৎকর্ণা হইয়া বলিলেন)

ঐ বুঝি আসিছে বালক?
শুনিলে কি দিদি কোন সংগীতের ধ্বনি?

(সংগীত কিছুটা স্পষ্ট হইল। উভয়েই চকিত হইয়া নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতে লাগিলেন)

নিশ্চয় প্রহ্লাদ !

(বলিয়া উপদানবী ছুটিয়া বাহিরে গেলেন ও ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন)

সত্যই প্রহ্লাদ, মোদের প্রহ্লাদ,—
আনন্দে উন্মত্তপ্রায় গায় হরিনাম
সহস্র ভক্তের সাথে ;
নাচিতে নাচিতে শিশু আসে এই দিকে ।

(কয়াধু বিহ্বল অবস্থায় কি যে করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া সহসা উপদানবীর পদতলে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতেই, উপদানবী ত্রস্তহস্তে তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন)

কি কর, কি কর দিদি ?

কয়াধু :—দানবী রে ! তোরে আমি ভুল বুঝিয়াছি !
ক্ষমা কর্ মোরে !

উপ :— ও কথা বলোনা দিদি ।
তোমারই সন্তান বটে, গর্ভে ধরিয়াছ ;
ভুল নহে তাহা ; কিন্তু আমিও রমণী !

কয়াধু :— জননি; জননি তুমি তার !
মাতৃত্বের, সব অহংকার,
আজি হতে তোমাপরে করিনু অর্পণ ।

উপ :— মাতা হয়ে সন্তানে বধিতে,
করেছিনু কত আয়োজন, দেখিয়াছ তুমি !
মাতৃত্বের, নারীত্বের, সর্ব্বধর্ম করি পরিত্যাগ,
কী কঠিন পণ লয়ে
করিয়াছি কঠোর সাধন, দেখিয়াছ দেবি !

তাহার রহস্য কথা শুনাবো তোমারে।
শুনেছিনু, হরিভক্ত মরেনা কখনও ;
তাহার রক্ষার তরে, অলক্ষ্যে সতত
নারায়ণ তার সাথে সাথে ফিরে।...
আর এক কথা শুনেছিনু, সে অতি বিচিত্র কথা !
অত্যাচার, অবিচার, সীমারে ছাড়ায় যবে,
কিম্বা হবে, কালপূর্ণ হলে
ভক্তের রক্ষণকল্পে, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু,
দেহ ধরি আপনারে করেন প্রকাশ।
সাধ ছিল মনে, বড় সাধ ছিল,
দেহধারী সেই নারায়ণে হেরিব নয়নে ;
শাস্তি কিম্বা শাস্তি যাই হোক্,
শির পাতি লব নির্ব্বিচারে, তাঁরই কর হতে।
আজি পূর্ণ, পূর্ণ,
পূর্ণ মোর মনস্কাম দেবি !

(এমন ভাবের ভরে কথাগুলি বলিতেছিলেন যে, কথার অন্তর্নিহিত শক্তিটি তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতেই দেহটি ক্ষুদ্র ব্রততীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। কয়াধু নির্ব্বাক। অভিভূতের মত শুধু বলিলেন)

কয়াধু :— একি কথা বল ?

উপ :— অদৃষ্টের এমনই বিধান,
হরিভক্ত হলো কিনা, বংশের সন্তান !
ব্যথা দিতে তারে, পারিত না,
কোন মতে পারিতনা জননীর প্রাণ।
কিন্তু জননী পাষাণী হয় যাহার ইচ্ছায়,

হের দেবি তাহার কৌশল !…
স্বামীর মরণ শুধু মাত্র ছল।
জ্বালাময়ী স্মৃতিটুকু না থাকিত যদি,
সাধনা আমার হইত নিস্ফল।…
বোঝ দেখি, করুণা তাহার,
মরণের মাঝে, এমন মঙ্গল রাজে !…

(উপদানবী চক্ষু মুদিয়া ভাবস্থ অবস্থায় কথা বলিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কয়াধুর ভয় হইল যে সে এখনই পড়িয়া যাইবে। তিনি বলিলেন)

কয়াধু :— দানবী ! দানবী !
কাঁপিতেছ তুমি ! বস এইখানে।

উপ :— এই বসি ভাই ! উতলা হয়োনা তুমি।…
আমিও তোমার মত, ছিলাম দর্শক।
পর্ব্বতের চূড়া হতে পড়িল প্রহ্লাদ,
কিম্বা মোর মাতৃবক্ষ হতে,
খসিয়া পড়িল যেন চৈতন্য আমার !
বুঝিতে নারিনু, চেতনা হারানু।…
জ্ঞানের উন্মেষ সঙ্গে, আঁখি মেলি দেখি—

(নীরবে চক্ষু মুদিলেন। নয়নের দুই পার্শ্ব বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। কয়াধু স্নেহস্পর্শে কাছে টানিলেন। তিনি তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া লইলেন, পরে ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, সেই মুদ্রিত নয়নেই)

দিদি !
শুনিয়াছ, 'নবীন নীরদ শ্যাম' ;
দেখিয়াছ কভু ?

কয়াধু :— না ত' !

উপ :— ক্ষীরোদ সাগরে ভাসে

সুকুমার প্রহ্লাদ আমার, পদ্মপত্র পরে।

সে কি করপদ্ম তাঁর ?

শিরোদেশে তার,

স্মেরাননে, উজ্জলবরণে, বারিবক্ষ মাঝে

কে যে বিরাজে ? চক্ষে না হেরিলে !...

কি বলিব তোমা ?

বৈকুণ্ঠবিহারী যারে কয়, সে যদি তাহাই হয়,

তবে ত'ারে বৈ, আর কিছু দেখিবার নাই।

তারপর, আর মোর কিছু মনে নাই।

জ্ঞান পাই শুনি হরিনাম।

দেখিলাম প্রহ্লাদে আমার,

সর্ব্ব অঙ্গে হ্লাদিনী প্রবাহ বহে,

মধুকণ্ঠে হরিনাম গাহে,

সঙ্গে তার...

(সংগীতধ্বনি আরও নিকটে আসিয়া থামিয়া গেল। প্রবেশ করিলেন প্রহ্লাদ। তিনি উভয় জননীকে প্রণাম করিলেন। কয়াধু নিতান্তই সংস্কার বশে বিহ্বল ভাবে তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ; দৃষ্টি শূন্যতায় ভরা। উপদানবীও হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া ; তাঁহার দৃষ্টিতে একটি অনুসন্ধিৎসার আভাষ ; ভাবটি বোধ হয় এই যে, পূর্ব্বোক্ত দর্শন, এখনও সম্ভব কিনা ! প্রহ্লাদ আপন মনে প্রেমানন্দে বিভোর থাকিয়াই বলিয়া চলিলেন)

প্রহ্লাদ :—মাগো !

হরি বুঝি ছিল এইখানে ? অঙ্গগন্ধ তার,
পাই যেন হেথাকার আকাশ বায়ুতে ?
কোথা গেল মাতা ? হরি গেল কোথা ?
তোরা বুঝি ডেকেছিলি তারে ?
ঐ ওর স্বভাব কেমন !
যে ডাকিবে, যখনই ডাকিবে, যাবে তার কাছে।
ছোট বড় জ্ঞান নেই, ছুটে যাবে ডাকের পিছনে !
এমন অদ্ভুত পাগল মাগো, জগতে দ্বিতীয় নাই।
শোন্ তবে এক গান গাই।

(প্রহ্লাদ কাহারও উপস্থিতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আপন মনে গাহিতে লাগিলেন)

হরি নামের তরী দয়া করি
এসেছে এই সংসারে।
ভয় কিরে ভাই, আয় সবে গাই
নামটি হরির প্রাণ ভরে ॥
মায়া নদীর এপারে তুই,
হরি থাকেন ওইপারে
নামের তরী পার ক'রে দেয়
মা'য়ের মত হাত ধরে ॥

(গাহিতে গাহিতে প্রহ্লাদ চলিয়া গেলেন। উপদানবী ও কয়াধু নিস্পলক নেত্রে তাঁহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ দৃশ্যটি শেষ করিবার জন্য পর্দা পড়িয়া গেল)

অষ্টম দৃশ্য

দৃশ্য সংকেত :—হিরণ্যকশিপুর শয়নকক্ষ। কাল রাত্রি। বহু মূল্য এক খট্টায় শায়িত, নিদ্রিত দৈত্যরাজ। সেই কক্ষে অপর এক খট্টায় নিদ্রিতা কয়াধূ'

বাহিরে প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল, মুহূর্মুহু বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছিল। মেঘের গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল।

বহু নিশা নিদ্রাহীন হিরণ্যকশিপু আজ বহুদিন পরে ঘুমাইতেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, স্বপ্ন-জগতের মধ্যে আপনাকে দেখিতেছেন বৈকুণ্ঠে ; সম্মুখে চিরপ্রিয় ইষ্ট নারায়ণ।)

হিরণ্য :— (স্বপ্নঘোরে) এতদিনে পড়িয়াছে মনে ?

কত দিন ভুলেছিলে প্রভু ?

কতদিন সেবি নাই চরণ তোমার ?

গোলোক ছাড়িয়া কোথা কোন্ লোকে,

কোন্ স্বপ্নপুরে ছিনু এতদিন আচ্ছন্ন মায়ায় ?

চির পরিচিত, চির আকাঙ্খিত বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া

পঙ্কিল আবর্তে যেন ছিনু কতদূরে ?

সে কি স্বপ্ন ?…

কোলাহল কত যেন ভেসে আসে—

দূর স্মৃতি সম।…

এ কি প্রভু!

কিঙ্করের সাথে এ কি তব নব ব্যবহার ?

পদযুগ সেবিবার নাহি অধিকার ?

যেতেছ চলিয়া ?

দাস আমি, ভক্ত আমি,
তব দ্বারে জাগ্রত প্রহরী।
কোথা যাও, কোথা যাও হরি?

(নিদ্রাভঙ্গে এ পাশ ও পাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। চারি দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন, বলিলেন)

নিদ্রাশূন্য মস্তিষ্কের উত্তপ্ত প্রহার।
উঃ! বাহিরে কি ভীষণ দুর্যোগ!
মুহুর্মুহু দামিনী প্রকাশ,
কড় কড়, ঘড় ঘড় নাদ,
অবিশ্রান্ত ঝরে বারিধারা,
ঠিক মোর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি যেন।

(বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হাই উঠিল, বলিলেন)

নিদ্রাদেবী বড়ই সদয়া হেরি!
বহু দিন নিদ্রাহীন,
তাই বুঝি প্রকৃতি পূরিতে চায় সব অবসাদ
আজিকে নিশায়? মহানিশা কি এ?
মহা-নি-শা··· ···

(নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন ও পুনরায় স্বপ্ন জগতে চলিয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন)

(স্বপ্নঘোরে) শান্ত সুরসাল রমানিকেতন!
মাঝে মাঝে স্বপ্ন ঘোরে হারাই তোমারে।
কোথা যাই? কোথা হতে আসি পুনরায়?
বাঁধা সদা মাধবের পায়,
সে বন্ধন কেমনে ছিঁড়িয়া যায়?

এইবার ধরেছি তোমারে, ছাড়িব না আর।···

(বাহিরে প্রচণ্ডরবে এক বজ্র পতনের শব্দ হইল কশিপু একটু নড়িলেন, স্বপ্ন জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন)

আকর্ষণ! আকর্ষণ! তীব্র আকর্ষণ!

না-না,—ছাড়িব না জন্মগত অধিকার মোর!

ঋষি শাপ?···ঋষিশাপ?···

দয়া কর, দয়া কর প্রভু!

পারিব না ছাড়িতে মাধবে।

রক্ষা কর মোরে। ওঃ-ওঃ···

(গোঁঙাইতে লাগিলেন, কয়াধুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি ত্রস্ত পদে বিস্রস্ত বেশে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন)

কয়াধু:—কি হয়েছে? কি হয়েছে নাথ?

(গায়ে হাত দিয়া) প্রভু! দৈত্যরাজ!

(কশিপু জাগিলেন ও অর্থহীন দৃষ্টিতে রাণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, কয়াধু বলিলেন)

কি হয়েছে নাথ?

শূন্যদৃষ্টি, উদাস নয়ন; যেন কোন—

হিরণ্য:—ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে।

(হাত জোড় করিলেন, প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কয়াধু আরও নিকটে গিয়া তাঁহার বুকে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন)

কয়াধু:—শান্ত হও প্রভু! হেরিয়াছ দুঃস্বপন।

(কশিপু এইবার পূর্ণ জাগ্রত হইলেন ও এতক্ষণে রাণীকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন)

হিরণ্য :—ও রাণি ? রাণি !

সত্য হেরিয়াছি দুঃস্বপন।

কয়াধু :—কী সে স্বপন প্রভু ?

হিরণ্য :—হ্যাঁ ? স্বপন ? স্বপন ?

(সহসা অর্থহীন হাসি ও পরে গম্ভীর হইয়া বলিলেন)

সাহস না হয়, নারি প্রকাশিতে।

তবে এইমাত্র শুনে রাখ,

'আর নহে দূর।

সত্যের দুয়ারে আমি বারংবার করেছি আঘাত :

বুঝি টুটিবে অর্গল, খুলিবে দুয়ার।

সূচনা তাহার ··· ···

(এমন এক উৎকট ভংগীতে বাহিরের দিকে তাকাইলেন, যাহাতে কয়াধু ভীত হইয়া রোদন করিয়া ফেলিলেন, কশিপু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন)

হিরণ্য :—রোদন কি হেতু প্রিয়ে ?

দেখিছ বাহিরে, প্রকৃতির উন্মত্ত নর্ত্তন !

শুনিতেছ বিরাট গর্জ্জন !

কি উদ্দেশ্য তার ? কিবা চায় ?

কেন চায় ? কারে চায় ?

জানে না সে ! জানে না সে।

তবু দেখ নাচে উন্মাদিনী।

কয়াধু :—কি কহিছ প্রভু ?

হিরণ্য :—আমিও জানি না।

শক্তি নাই জানিতে সে রহস্য অপার !

তুমি জান প্রাণহীন মোরে,

নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, ক্রূর।

কভু কি ভাবিতে পার,

রূঢ় ব্যবহার, শতেক যন্ত্রনা

যত কিছু দিয়াছি তোমারে,

তাহার সহস্রগুণ ফিরায়ে পেয়েছি

এই মর্মস্থলে মোর ?...

কভু কি ভাবিতে পার ? থাক্ সেই কথা,

অন্ধ আমি শক্তির ছলনে,

মহাশক্তি ঘিরে আছে মোরে।

কয়াধু :—মহারাজ !

(নিকটে গিয়া সান্তনা হেতু বুক হাত দিলেন)

হিরণ্য :—নিত্য নিত্য, তিলে তিলে

দংশন করেছে মোরে সুতীব্র জ্বালায়।

ভাব কি মহিষী, বড় সুখ ইহা,

যার তরে আপনারে করেছি বিক্ষত ?

আমি কি করেছি ?

যে করেছে, সে আছে লুকায়ে।

এমন নিপুণ ভাবে আপনারে রেখেছে গোপন,

সাধ্য নাই ধরে জীব তারে।

সারাটি জীবন আমি ছুটিয়াছি পশ্চাতে তাহার,

সহিয়াছি নির্দ্দয় প্রহার, সাধ্যের অতীত যাহা !

আর নহে।

সীমার বন্ধন বহুদিন গিয়াছে টুটিয়া ;
এইবার আসে ক্লান্তি, আসে শ্রান্তি··· ···

(কয়াধুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। কয়াধু পরম স্নেহভরে তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কশিপু যেন খানিকটা সুস্থ হইলেন ; সহসা উত্তেজিত ভাবে ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া বলিলেন)

কিন্তু স্থির জেনো,
জীবিত থাকিতে পরাজয় নাহি লব মেনে।

কয়াধু :—(স্নিগ্ধ স্বরে) প্রভু !
ক্লান্ত যদি তুমি, লভহ বিশ্রাম।

হিরণ্য :—ঠিক বলিয়াছ রাণি। বিশ্রামের হয়েছে সময়।
নহে এইখানে ! কোথা ? কতদূরে ?
দেখা দেয় ধীরে ধীরে অস্ফুট ইংগিতে।

(কয়াধু বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিলেন)

আশ্চর্য মহিষী !
সন্দেহের কণামাত্র নাহি অবকাশ,
এমনই কৌশল, হেন সমাবেশ।
তবু দেখ মায়ার প্রভাব ?
বারে বারে জন্মজন্মান্তরে, শুধু সেই একই কথা,
একই ভুল, একই সন্দেহ।

কয়াধু :— কি সে সন্দেহ নাথ ?

হিরণ্য :—বলেছি ত' বহুবার।
তবু যদি আরবার চাহ শুনিবারে,
শোনাবো তোমারে প্রিয়ে।
এস কাছে, আরও কাছে প্রাণময়ী !

জীবনের কাহিনী আমার,
তোমার বুকের মাঝে লিখে দিই অনল অক্ষরে।
অবসর আর বুঝি মিলিবে না মোর !
আজি এই প্রকৃতির উন্মত্ত নর্তন,
তারি মাঝে শুন মোর হৃদয়ের পণ।...
চারিদিকে শুধুমাত্র রণ, রণ, রণ।
মৃত্যু যুঝে জনমের সাথে,
সৃষ্টির মস্তকে ধ্বংস আসি
বারংবার করিছে আঘাত। চমৎকার !
ঐ হের পৌরুষ মাগিছে রণ অদৃষ্টের সনে।
অশ্রান্ত অনন্ত এই রণ কোলাহলে,
কেবা আমি, কেবা তুমি, পার কি চিনিতে ?

কয়াধূ :— বাক্য তব বুঝিতে না পারি।
কী যে প্রহেলিকা ?

হিরণ্য :—(বাধা দিয়া) ঐ, ঐ প্রহেলিকা, কুঝটি আবৃত,
দৃষ্টি নাহি চলে, বাক্য নাহি ফুটে,
উদ্‌ভ্রান্ত মানস খিন্ন হয় কঠিন আঘাতে।

কয়াধূ :— (পরম বিস্ময়ে) আঘাত ?

হিরণ্য :—নিষ্ঠুর আঘাত। আপনারে আপনি আঘাত।
নাহি অভিযোগ, নাইক বিচার।
অপরাধ আপনার মনে, শূন্যে শূন্যে বিচার তাহার।

কয়াধূ :— প্রভু ! উত্তেজিত তুমি।

হিরণ্য :—অভিমান ! অভিমান !
সাধ্য কি আমার ? সাধ্য কি তোমার ?...
মূর্খ জীব, বুদ্ধির বিচারে চাহে

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানিতে।

ফল তার, অন্ধকার,

ঝঞ্ঝা, কোলাহল, গাঢ় অবসাদ।

তারপর, ··· মৃত্যুর কোমল স্পর্শে···

(কথা বলিতেছেন দূরে লক্ষ্য রাখিয়া; সহসা কি যেন দেখিতে পাইয়া বাক্য বন্ধ হইয়া গেল; ভয়, বিস্ময় ইত্যাদি ভাবের প্রকাশ; পরে বলিলেন)

ওকি?

ওকি ও দৃশ্য কল্পনা অতীত?

(কাঁপিতে লাগিলেন। কয়াধূ তাঁহাকে ধরিলেন। সুস্থ হইতে কশিপুর কিছুটা সময় লাগিয়া গেল। তিনি যেন দুর্ব্বলতাটি দূর করিতে সবলে মস্তক নাড়া দিয়া বলিলেন)

ওঃ! পরাজয়!

দুর্ব্বিষহ পরাজয় দানবের ভালে!

নিদ্রা নহে অধীন আমার;

স্বপনের বারতা লইয়া রহস্য সে করে মোর সনে।

আজি দেখি জাগরণে—জাগ-র-ণে ···

(কথা বলিতে বলিতে আবার যেন সেই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন)

সেই! সেই মূর্তি!

নব সৃষ্টি, নূতন কল্পনা, অভিনব প্রাণী!

রাণি! রাণি! জাগ্রত কি আমি?

(দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিলেন। কয়াধূ কি করিবেন, বিহ্বল ও ব্যাকুল হইয়া তাহার অংগে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন।

কশিপু ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া বলিলেন)

না ! চলে গেছে।

মিশে গেছে প্রকৃতির গায়।

কয়াধু ঃ— সংশয়ে রেখোনা প্রভু আর।

হিরণ্য :—নহেক' সংশয় প্রিয়ে।

ভুল, ভুল। পরিমাণ হয় না তাহার।

অভ্রভেদী ভ্রমের পাহাড়,

আপনার চারিদিকে করেছি সঞ্চয়,

বিনিময়ে হয়ত বা দিতে হবে প্রাণ !

বিষণ্ন হয়োনা রাণি, হয়োনা কাতর।

হৃদয়ের অভ্যন্তরে পাইয়াছি সত্যের সন্ধান,

বাহিরিতে চায় মহাবেগে ;

ভাগ্যের ছলনা ! প্রকাশিতে সাহস কোথায় ?

আজীবন মিথ্যারে করেছি পূজা,

আজি সত্যে হেরি ভয় আসে দানবের প্রাণে।

(চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ কি যেন ভাবিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন)

ভয় ! ভয় আসে দানবের প্রাণে !

(আবার ক্ষণেক চুপ, পরে বলিলেন)

হাসিতে পারিবে রাণি ?

শোনাবো তোমারে এক অপূর্ব্ব কাহিনী,

আমারি অন্তরে জাত, মরিয়াছে আমারি অন্তরে।

কয়াধু :— প্রভু !

হিরণ্য :—বুঝিয়াছি। শুনিতে ব্যাকুলা তুমি।

শোনানো কর্ত্তব্য মোর।
তুমি জানো, কিবা বরে বলীয়ান আমি !
অমর বলিতে পার মোরে।
'মানব দানব দেব রাক্ষস পিশাচ
সৃষ্ট যত পশু পক্ষী কীট,
কারও হস্তে মরিব না আমি।
জলে স্থলে অনলে অনিলে
ব্যোম মাঝে মৃত্যু নাহি হবে।
অস্ত্রের অভেদ্য এই শরীর আমার'।
তথাপি, মরিতে হবে মোরে—
বল দেখি রাণি ! কে বধিবে মোরে ?

(কয়াধূ নির্ব্বাক; নিস্পন্দ। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কশিপু যেন কতকটা আমোদ অনুভব করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন)

হা ! হা ! হা !
দেখিয়াছ নির্ব্বাক করেছি তোমা !...
নিজে, নিজে আমি করিব সন্ধান
আমার মরণ বান আমার জীবন পরে !...

(কয়াধূ বোধ হয় ভাবিলেন যে স্বামীতে উন্মত্ততা আশ্রয় লইয়াছে, তাই অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন, গুরুর উদ্দেশে যুক্ত কর বলিয়া উঠিলেন)

কয়াধূ :—গুরুদেব ! রক্ষা কর মান।

(শ্রীগুরু স্মরণে কশিপু চকিত হইয়া বলিলেন)

হিরণ্য :—ঠিক বলিয়াছ রাণি।
ভালো কথা করেছ স্মরণ ;

পারিবে কি গুরুদেবে করিতে আহ্বান ?
নিশীথের আঁধার ভেদিয়া, কেহ নাহি জানে,
শুধু তুমি আর আমি—

(কয়াধুকে চলিতে উদ্যত দেখিয়া, কশিপুর মনে আর এক কথা জাগিল, সেটি জানাইতে ব্যগ্র হইয়া কয়াধুর প্রতি অগ্রসর হইয়া অনুনয়ের সুরে বলিলেন)

নহে শুধু গুরুদেব,
আশ্রমে তাঁহার একজন আছেন সাধক,
মহাজ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী তিনি
পার যদি, পার যদি রাণি—

কয়াধু ঃ—বিচলিত কি হেতু রাজন্ !
এই দণ্ডে পাঠাবো সংবাদ।
স্থির হও তুমি, আসিতেছি ক্ষণে।

(প্রস্থান)

হিরণ্য ঃ—সত্যই কি বিচলিত আমি ?
স্থিরতা নাহিক মোর ?
আপনার পরে' নাহি অধিকার আর ?
কেন ? কিসের লাগিয়া ?
শক্তি নাই, সামান্য এ দুর্ব্বলতা করিবারে জয় !
আসুক মরণ, হাসিমুখে করিব বরণ,
রণ দিব মরণের সাথে।···
কিন্তু নয়নে কি রহস্য হেরিনু ?
উন্মত্ততা করিল আশ্রয় মোরে ?
কেন ! কেন অভিমান ?
বারে বারে কেন শুধু হই হতমান ?

হরি নামে কেন হই কাতর এমন ?

হরিনামে··· ··· এই ! কে আছ বাহিরে ?

(প্রবেশ করিল জনৈক পরিচারক। তাহাকে একবার দেখিয়া কি বলা উচিৎ ভাবিবার জন্য সময় লইলেন, পরে বলিলেন)

আয় এইখানে।

শোন্। শিখেছিস হরিনাম তুই !

পরি :—না প্রভু !

হিরণ্য :—(ধমক দিয়া) মিথ্যা কথা।

দানব পুরীর আকাশে বাতাসে উঠে হরিনাম,

শিখ নাই তুমি ?

পরি :— না প্রভু !

অরিনাম কি হেতু শিখিব ?

হিরণ্য :—অরি নাম ? কে বলিল তোরে ?

কেবা অরি ? কার অরি ?

তোমার ? আমার ?

ওরে ! ওরে ক্ষুদ্রজীব ! না, না,—

সে ত' অরি নয়, সে যে ···

গা, গা ত' শুনি হরিনাম গান।

ভয় কি ? ভয় কি ?

কেহ শুনিবে না, কেহ জানিবে না।

বল্ দেখি, যেমন প্রহ্লাদ বলে,

হরিবোল—হরিবোল—হরি ···

(স্বরে বেশ একটি ভাবের আবেশ। ঠিক এমনি সময়ে

প্রবেশ করিলেন কয়াধু, পশ্চাতে শুক্রাচার্য্য ও সাধু। তাঁহাদের দেখিয়া কশিপুর মুখে হরিনাম থামিয়া গেল, সহসা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। তিনি অন্তরে লজ্জিত হইয়া বাহিরে কঠোর হইয়া গেলেন এবং পরিচারকটির দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন)

হরি ! হরি ! হরি !

যাও ! আর কভু ঐ নাম নাহি যেন শুনি।

যা-ও ··· ···

(পরিচারকটি বিস্মিত হইয়া ভয় পাইয়া চলিয়া গেল। কশিপু আগন্তুকদের সম্ভাষণ জানাইবার বাসনায় অথবা নিজেকে স্থির করিবার মানসে বলিলেন)

আসিয়াছ গুরু ? এসেছ সাধক ?

আজি এই রজনীর তাণ্ডবনর্ত্তন সঙ্গে

পাইয়াছি সত্যের সন্ধান।

তাই, সত্যমূর্ত্তি তোমরা দুজনে,

হয়েছিলো সাধ, সত্যধনে করাতে আস্বাদ।

শুক্র :— বৎস !

বুঝিতে না পারি বচনের অভিপ্রায় তব।

উত্তেজিত নেহারি মানস তব।

হিরণ্য :—সৌম্যমূর্ত্তি সত্য আসি

স্মিতমুখে দাঁড়ায়েছে দুয়ারে আমার,

বিকল করেছে মোরে।

ডরে রুধিয়াছি আমি হৃদয়ের দ্বার,

রুদ্ধদ্বারে বারংবার করিছে আঘাত।

সত্য সনে মিথ্যার সংঘাতে,

জানি আমি এই দেহ লয়।
আমি দেখিয়াছি আজি স্থচনা তাহার :
সত্য সত্য গুরুদেব ! সত্য হে সাধক ?

সাধু :— মহা ভাগ্যবান তুমি, হেরিয়াছ সত্য প্রতিকৃতি।

হিরণ্য :—নহে প্রতিকৃতি প্রভু।
সত্যের ছলনা, ছায়ামূর্ত্তি তার।
আসে লজ্জা, হয় ভয় সত্যেরে ধরিতে।
বুঝি মিথ্যাপূর্ণ এ আধারে সত্য আসিবে না !
তাই অভিমানী মিথ্যারে নাশিতে,
মূর্ত্তি ধরি আসিয়াছে নূতন কল্পনা,
নবীন সৃজন এক !

শুক্র :— কি কহিছ দৈত্যরাজ ?

হিরণ্য :—আমি নাহি জানি। জানে শুধু একজন ;
কিন্তু শত্রু, শত্রু, শত্রু সে আমার।

শুক্র :— শত্রু ?

হিরণ্য :—মহা শত্রু। আজীবন করেছি শত্রুতা !
আজ তারে হৃদিমাঝে ...না-না-না,
দুর্জ্জয় দানব আমি, দুর্দ্দম দানব।

(বলিতে বলিতে উত্তেজনাভরে কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন। কয়াধূ ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিয়া যত্নে পালঙ্কে শোয়াইয়া দিলেন, বলিলেন)

কয়াধূ :—দৈত্যরাজ ! দৈত্যরাজ !

হিরণ্য :—(দূরে কান পাতিয়া) চুপ্‌, চুপ্‌ !
আসিছে উত্তর। উত্তর আগত ঐ ...

(বাহিরে প্রহ্লাদের গীত শ্রুত হইল। সকলে নীরব।

গাহিতে গাহিতে প্রহ্লাদের প্রবেশ)

চমকি চমকি যায় ঘন বিজুরী।
ঠমকি ঠমকি আসে দয়াল হরি।
মেঘের নিনাদ ভেদি উঠে সঘনে,
চরণনূপুরধ্বনি মধুর রণে॥
কিবা, মনোহর সুন্দর রূপের বিভা
জিনি, বিজুরী আলোক শোভা খেলিছে মরি।
সে যে, মোর শ্রীহরি, সে যে, তোর শ্রীহরি
সে যে, জগত হরি।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
দয়াল দয়াল হরি, দয়াল হরি॥

(গীতান্তে ছুটিয়া কশিপুর শয্যাপার্শ্বে গেলেন। কশিপু তাঁহাকে দেখিয়া মহানন্দে স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

প্রহ্লাদ :—পিতা! পিতা!
বড় শুভদিন, বড় শুভদিন।
বলেছেন শ্রীহরি আমারে, আজি এ দানবপুরে,
প্রতি অণু, প্রতি পরমাণু
ধন্য হবে শ্রীহরির চরণ লভিয়া ;
তিনি ব'লেছেন মোরে।

হিরণ্য :—বলেছে তোমারে? (কণ্ঠে স্নেহের সুর)

প্রহ্লাদ :—হাঁ পিতা। বলেছেন মোরে আপনি শ্রীহরি!
জড় মাঝে আসিবে চেতনা, অজ্ঞান পাইবে জ্ঞান,
নূতন প্রেমের লীলা হইবে বিকাশ।

হিরণ্য :—(উল্লাস ভরে) জানি আমি, জানি আমি।

নূতন প্রেমের লীলা, নূতন প্রেমের লীলা···
প্রতি অণু প্রতি পরমাণু···
অজ্ঞান পাইবে জ্ঞান···

(সহসা শুক্রাচার্য্যের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন)

বল গুরু, বল মোরে, আমি কি উন্মাদ?

শুক্র :—কভু নহ। স্থির হও তুমি।

হিরণ্য :—কেন? কেন এই প্রতারণা?
ছলনা কি হেতু?
হতে পারে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বমূলাধার,
কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমারে,
বল গুরু বল মোরে, কেন এই আবরণ?
কেন এই আচরণ চোরের মতন?
সহজ সত্যের পথে চলিতে কি হেতু মানা?
আমি কি জানি না? আমি কি চিনি না?
আমি কি···?
স্বচক্ষে দেখেছ গুরু,
দুগ্ধপোষ্য শিশু মোর প্রহ্লাদ কুমার,
তারে আমি, তারে আমি···
ওঃ। হয়ে আসে আচ্ছন্ন সম্বিৎ।
কত যে সয়েছি, কত যে কেঁদেছি,
কপট সে মায়াবীর লাগি,
নিত্য নিত্য নিশিদিন, কে বুঝিবে তাহা?
আজও দেখেছি তারে;
ক্ষণ পূর্ব্বে এসেছিল হেথা।

প্রহ্লাদ :—কে? কেবা এসেছিল পিতা?

হিরণ্য :— ওরে ! তোর নারায়ণ হরি ।

তোরে দেছে অভয়া মূরতি, প্রেম রস বাণী ;

মোর তরে রুদ্রমূর্তি, চণ্ডরূপ,

ভীষণ সে, কল্পনা অতীত ।

করুণার কণামাত্র নাই তাহে লেখা,

শুধু হিংসা, শুধু ঘৃণা, মর্মঘাতী ক্রুরতা কেবল ।

প্রহ্লাদ :—একি বল পিতা !

হরি তিনি নন্, কভু নন্ তিনি ।

আমি যে তাঁহারে জানি, আমি যে তাঁহারে চিনি!

এসেছিল যেবা, ছদ্মবেশী, ছলিয়া গিয়াছে তোমা,

হরি বলি দিয়া পরিচয় ।

হরি মোর প্রেমময়, প্রেমে মাখা সর্ব্ব তনু তাঁর ।

প্রেমনীরে গলিয়া গলিয়া তিনি যে অতনু !

প্রেমিক যে জন, সেই মাত্র দেখে তাঁর রূপ,

আপনার মানস নয়নে, প্রেমের অঞ্জন দিয়া ।

হিরণ্য :—তবে যে দেখিনু.

অর্ধকায় মানবের প্রায়, অপরার্ধ সিংহের আকার,

বিস্তারিয়া সুতীক্ষ্ণ নখর,

জানুপরে রাখি মোর ভীম দেহখানি,

রুধির শুষিতে চায় অভিনব প্রাণী ?

আমি যে দেখিনু···

(বলিতে বলিতে দূরে দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল)

ঐ ! ঐ দেখ, ঐ দেখ !

স্তম্ভ অন্তরালে, দম্ভভরে চাহে মোর পানে !

কি চাহে ? কি চাহে মায়াবী ?

শাস্তি দিব তারে, শাস্তি দিব তারে—
হিরণ্যকশিপু আমি, দানবের পতি।

(ছুটিয়া স্তম্ভটির দিকে অগ্রসর হইলেন ও শ্বেতস্তম্ভ জড়াইয়া ধরিলেন ; উত্তেজনায় হাঁফাইতে লাগিলেন ও ধীরে ধীরে স্তম্ভগাত্র অবলম্বনে গড়াইয়া পড়িলেন)

ওঃ ! ওঃ !

(কয়াধূ ও প্রহ্লাদ দুজনে দুই পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন)

প্রহ্লাদ ঃ—পিতা ! পিতা !

হিরণ্য ঃ—(রুদ্ধশ্বাসে) তোর হরি ? আসিবে না ?
দানবের অন্তিম কামনা···

(কয়াধূকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে)

বড় সুচতুর, বড় সে কৌশলী !
পরাজয় জানিয়া নিশ্চিত,
আমার বধের ভার দিল সে আমারে।
আমি নিজে, দিনে দিনে তিল তিল করি,
কল্পনার জাল দিয়া রচিয়া আয়ুধ,
জীবনের ভিত্তিমূলে করিনু আঘাত।
ফলে তার বিরাট এ হর্ম্যরাজি পড়িল খসিয়া।
ওঃ ! নারায়ণ !

(হঠাৎ দেখা গেল যে স্ফটিকস্তম্ভ অন্তর্হিত, তৎপরিবর্তে সেটি নৃসিংহমূর্তি ধরিয়াছে, জানুপরে হিরণ কশিপু। তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রু, তিনি গদ গদ স্বরে বলিতেছেন)

দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌রে প্রহ্লাদ,
হরি তোর সেজেছে কি সাজে ?

কত দয়া, দেখ্ আঁখি মেলি।

এ আমার কল্পনার হরি, এযে নরহরি,

একান্ত আপন মোর, একান্ত গোপন মোর,

নিশার স্বপন মোর।

(ঠিক এমনি সময়ে প্রবেশ করিলেন সন্ন্যাসিনি দিতি। কশিপু তাঁহাকে দেখিয়া উল্লসিত হইলেন, বলিলেন।)

এসেছ জননি? দেখ, দেখ,

বৈকুণ্ঠ বিহার হতে,

টানিয়া এনেছি কারে এই মর্ত্তধামে?

কার ক্রোড়ে পেতেছি শয়ান?

(কয়াধূ দিতির পদতলে আছড়াইয়া পড়িলেন। কশিপু একবার মাত্র সে দৃশ্য দেখিয়া প্রহ্লাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তাঁহার স্বর তখন অতি কষ্টে বাহির হইতেছে)

বল্, বল্, সময় যে নাই?

বল্—হরিবোল—হরিবোল—হরি-বো-ও-ল।

(নির্ব্বাণ। সকলে স্তব্ধ। ধীরে ধীরে প্রভাত হইতে লাগিল, আকাশ তখন নির্মেঘ। যবনিকা পড়িতে লাগিল, অন্তরীক্ষে সঙ্গীত শ্রুত হইল।)

তব কর কমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম্।

দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গম্।

কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥

—য ব নি কা—